কা ব্য প্র তি ধ্ব নি কা ব্য প্র তি ধ্ব নি

কা **কাব্য-প্রতিধ্বনি** ব্য

কা ব্য প্র তি ধ্ব নি কা ব্য প্র তি ধ্ব নি

সম্পাদনা

শ্রীচিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী

শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী
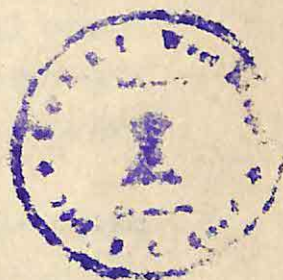
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৭৫

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা ৬

দাম : ৪·০০

ভূমিকা

'প্যারডি কবিতা' আদৌ সাহিত্য কিনা এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কাজেই তার সংকলনের প্রয়োজনীয়তাও সর্বজনস্বীকৃত স্বভাবতই হবে না। তবে সেকথা নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথ্বী বিচার করবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্যারডি কবিতা কবিতা হিসাবেও রসবস্তু কিনা তা প্রমাণের ভার রইল কাব্যধৃত উদাহরণগুলির প্রতিই, অযথা সেজন্য বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। তবে আমাদের এই সংকলনগ্রন্থ প্যারডি-সাহিত্য-সংকলন হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বপ্রথম। খণ্ডচ্ছিন্ন ও অধুনালুপ্ত-প্রায় এবং জনশ্রুতিনির্ভর বহু প্রাচীন ও আধুনিক খ্যাত ও অখ্যাত কবিতাকে অন্তত কালগ্রাস থেকে রক্ষা করা গেছে, কিংবা বলা যেতে পারে বিস্মৃতিকে দূরান্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, মাত্র এইটুকুই আমাদের দাবী। এ ছাড়া যে সব সরস কবিতা এককালে বহুজনের মনোহরণে সমর্থ ছিল, তাদের সাহিত্যের ইতিহাসের শিলালিপির কালাঙ্ক কবল থেকে উদ্ধার করে এনে আজকের বহু সমস্যাপীড়িত অন্যতর এক সমাজব্যবস্থায় নূতন করে প্রকাশ দান করতে চেয়েছি। সেদিনের আনন্দগান আজকের এই দুঃখরাতে যদি ক্ষণিকের প্রতিধ্বনিও আনতে পারে তাহলে সেটুকুই হবে আমাদের সার্থকতা ও পূর্ণতৃপ্তি। এর বেশি কিছু চাই না।

কয়েকজনের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবার আছে, কেবল রীতি ও কর্তব্য হিসাবেই নয়—প্রাণের তাগিদেই। অনুজোপম শ্রীআদিত্য চৌধুরী তাঁর অধ্যাপনার গুরুতর ক্ষতি-স্বীকার করেও বহু পরিশ্রম করেছেন। তাঁর মূল্যবান সহায়তা

আমাদের স্মরণে থাকবে। শ্রীমতী জয়ন্তী দাস এর অনেক অনুলিপি প্রস্তুতকরণে অনেক শ্রম ব্যয় করেছেন। আমাদের জননী এবং দাদা শ্রীকণিষ্ক বিশীর উৎসাহ আমাদের পূর্বাপর অনুপ্রেরণা দান করেছে। শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কবিতা-সংকলন প্রকাশের জন্য যে ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্যও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন—অনেক অজ্ঞাত প্যারডির সন্ধান দিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রণম্য, সুতরাং মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ধৃষ্টতামাত্র।

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার বসুর নাম সব শেষে উল্লেখ করছি বটে তবে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কারণ সব চেয়ে বেশি। আমরা দূরে ছিলাম বলে অনেক দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়েছিল। সাহিত্যপ্রীতির আকর্ষণে তিনি নিজের কাজের ক্ষতি করে বইখানা দেখাশুনা না করলে এ বই প্রকাশিত হতো কি না সন্দেহ। অনেক কবিতা তাঁরই নির্বাচিত। প্রুফ-সংশোধন তো সমস্তটাই তাঁকে করতে হয়েছে। তাঁকে গতানুগতিক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাজের মুখ্যতা লাঘব করা হয়। কাব্য-সরস্বতীর প্রসাদ তিনি লাভ করুন এই প্রার্থনা করছি।

সর্বোপরি আমাদের পিতৃদেব শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এর সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমাদের বহু অবাঞ্ছিত ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করছি।

পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, অবশ্যম্ভাবী ভুলত্রুটি তাঁরা যেন মার্জনা করেন এবং এই সংকলনকে কখনোই পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলে

মনে না করেন। চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক উল্লেখযোগ্য প্যারডি আমাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। উৎসাহী পাঠকবর্গ যদি তাঁদের জানা প্রবীণ ও নবীন উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান জানান তাহলে বাধিত থাকবো।

নমস্কারান্তে—

শ্রীচিন্ময়শ্রী বিশী চক্রবর্তী
শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী
যুগ্ম-সম্পাদক

সি-৭০, গ্রেটার কৈলাস—১
নয়াদিল্লী—৪৮

সূচীপত্র

● প্যারডি-প্রসঙ্গে ●

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার বসু

১

এক জাতের দেশী আয়না আছে, যাতে মুখশ্রীর প্রবিবিম্বন মুকুরের কারুকার্যে বিকৃত হয়ে ওঠে। প্যারডি হল এই জাতের আয়না। কবিতার সামনে মেলে ধরলে সে-কবিতার লঘু ললাট সহসা ইন্দ্রলুপ্তে, শীর্ণ গণ্ড স্থূল মাংসপিণ্ডে, ঈষৎবিকচ দশন দন্তরুচিকৌমুদীতে পরিণত হয়। প্যারডিতে এই ধরনের পরিবর্তনের মূল সর্বদাই যে হিংস্র-বিদ্বেষ-নিহিত একথা সত্য নয়। বিশুদ্ধ কৌতুকও অনেক সময় এই রূপান্তরের প্রেরণা হতে পারে। জেম্‌স্ জয়েস তাঁর প্যারডির পশ্চাতে বিদ্রূপ ও কলা-কুতূহল দুইই অনুভব করতেন। প্রতি কালই তার বিগত অতীতকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তাকে নকল করে উপহাসাস্পদ করতে চায়। অপরকে পরিহাস করতে হলে অনুকরণ করাই সুবিধাজনক পন্থা। বহিরঙ্গের ঐকরূপ্যে উদ্দিষ্টের স্মৃতিউদ্দীপন ঘটায়, সেই সুযোগে মুখবিকারকে দ্রষ্টব্য করে তোলা যায়। সম্রাটের রাজবেশ-পরা পাগলের প্রলাপ যেমন কৌতুক উৎপাদন করে, প্যারডির উদ্দেশ্য অনেকটা সেই জাতের।

গ্রীক ভাষায় প্যারডি (parodia) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাশ-থেকে গাওয়া গান ('song sung beside')। কালক্রমে ইউরোপীয় সাহিত্যের নানাস্থানে বিশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত কবিসাহিত্যিকের রচনা, আদর্শ বা কাব্য-রীতির প্রতি কটাক্ষের উদ্দেশ্যে লিখিত একপ্রকার সচেষ্ট অনুচিকীর্ষাকে প্যারডি নাম দেওয়া হয়েছে। বাঙলার বিশ্বগ্রহিষ্ণু শব্দভাণ্ডারে যেমন অনায়াসে ট্র্যাজেডি কমেডি স্টাইল সনেট রোমান্টিক প্রভৃতি শব্দ প্রবেশ করেছে, তেমনি প্যারডিও বহুলপ্রচলিত শব্দ, আপাতত আমাদের আলোচনায় একে স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোনো লেখক বা লেখকগোষ্ঠীর রচনারীতি,

মনোভঙ্গি, সাহিত্যিক আদর্শ, স্টাইল বা কাব্যরীতির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হাস্যকর অনুকরণই প্যারডির সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা। সুতরাং মূলের রীতি ও ভাবকে অবলম্বন করাই প্যারডির অন্যতম ধর্ম। অবশ্য স্থূলভাবে গৃহীত হলেও এই সংজ্ঞা প্যারডির তুলনায় অন্যান্য অনুরূপ রচনারীতির পার্থক্য নিরূপণ করে না। ডক্টর জনসন বলেছিলেন, প্যারডি হল এক জাতীয় রচনা যাতে কোনো লেখকের শব্দাবলী ও ভাব গ্রহণ করে ঈষৎ পরিবর্তনের দ্বারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়। অক্‌স্‌ফোর্ড-অভিধানে প্যারডিকে বলা হয়েছে, এক প্রকার রচনা,

…in which characteristic turns of an author…are imitated in such a way as to make them appear ridiculous, especially by applying them to ludicrously inappropriate subjects. ড্রাইডেন প্যারডি সম্পর্কে কোনো এক লেখায় বলেছিলেন, verses patched up from great poets and turned into another sense than their author intended them.[১] এই জাতীয় সংজ্ঞা আরও চোখে পড়ে। যেমন, একটি সাহিত্যরীতির অভিধানে প্যারডিকে বলা হয়েছে—

A work in which the manner of another work, author or literary type is imitated, usually for purposes of ridicule.[২] সাহিত্যবিষয়ক বিদেশী তত্ত্বগ্রন্থাদি থেকে এই জাতীয় সংজ্ঞার উদাহরণ আরও সংকলন করা যেতে পারে। কিন্তু প্যারডির যথার্থ সাহিত্য-প্রকৃতি এগুলির দ্বারা কতখানি স্পষ্ট হয়, সেই বিষয়ে প্যারডি-কবিতার একটি বিদেশী সংকলনের সম্পাদক স্বয়ং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৩]

প্যারডির সঙ্গে ইংরাজি বার্লেস্ক (burlesque) এবং ট্র্যাভেস্টি (travesty) শব্দ দুটিও বিচার্য। বার্লেস্ক এবং ট্র্যাভেস্টিও প্যারডির মতই অনুকৃত সাহিত্যপরিহাস, তথাপি তিনটি রূপরীতি ত্রিবিধ। বার্লেস্ক শব্দটি

---

১ Clarence L. Barnhart-সম্পাদিত The New Century Handbook of English Literature-এ উদ্ধৃত।

২ Dictionary of English Literature—Watt and Watt.

৩ Parodies—Ed. by Dwight Macdonald (Faber & Faber, London 1960)

কবিতা নাটক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যখন কোনো সাহিত্যে বৈপরীত্যমূলক অনুকৃতির দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সাহিত্যাদর্শ, প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে হাস্যকর করে তোলা হয়। এইদিক থেকে বার্লেস্কও একজাতীয় প্যারডি, যেখানে তুচ্ছ বা পরিহাস-জল্পনায় কোনো ব্যক্তিগত সাহিত্যকৃতি বা বিশিষ্ট সাহিত্যভঙ্গির মুদ্রাদোষগুলিকে অনুকরণ করে কৌতুক উৎপাদন করা হয়। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন যে, 'বার্লেস্ক যদি হয় পুরাতন বোতলে নূতন সুরাপূর্তি, তবে প্যারডি নূতন সুরাপ্রণয়নমাত্র, যার আস্বাদ পুরাতনের মত, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রাণঘাতী-গুণসম্পন্নও বটে'। বার্লেস্কের মূল ইতালীয় burla শব্দ, যার অর্থ হাস্যাস্পদ করা। বার্লেস্ক বলতে বোঝায় এমন রচনা যা, aims at exciting laughter by caricature of the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subjects, অর্থাৎ কোনো গভীর বিষয়াশ্রিত রচনার বিষয়ের হাস্যজনক প্রয়োগ, বা তার রীতি ও ভাবাত্মার বিকৃত অনুকরণের দ্বারা হাস্যোদ্রেক করাই যার উদ্দেশ্য। প্যারডি অপেক্ষা বার্লেস্ক ব্যাপকতর রচনাপদ্ধতি। কোনো প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত বা জনপ্রিয়-রীতিতে লঘুতর বিষয়ের উপস্থাপনা সাহিত্যের একটি সর্বদৈশিক পদ্ধতি। যুগে যুগে এইভাবে ইলিয়াডের একাধিক বার্লেস্ক রচিত হয়েছে।

ট্র্যাভেস্টি শব্দটিও প্যারডির সহযোগী, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বেশবাস পরিবর্তন (ফরাসী travesti শব্দ=disguised<লাতিন trans, vestire =to clothe)। ট্র্যাভেস্টিকে কেউ কেউ বলেছেন প্যারডির আদিমতম রূপ। ট্র্যাভেস্টির হাসি বুদ্ধিসম্মিত নয়, তা স্থূল। পৌরাণিক বা ক্রুপদী সাহিত্যের স্মরণীয় চরিত্রকে কুৎসিত বস্তুপরিবেশে স্থানান্তরিত করে ইতর ভাষায় সংলাপ রচনার দ্বারা ট্র্যাভেস্টি রচিত হয়। ফরাসী বিদ্রূপকার পল স্ক্যারন (১৬১০-৬০) 'ভার্জিল-ট্র্যাভেস্টি'-তে একিলিসকে ফুটবল-খেলোয়াড়, পেনেলোপকে একটি গ্রাম্য স্ত্রীতে পরিণত করেছেন। সুতরাং বার্লেস্ক বা প্যারডির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলার কোনো হেতু নেই।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্যারডি একটি দ্রুতবর্ধিষ্ণু সাহিত্যশাখা। প্যারডি যেন কবিতার কার্টুন, প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার ব্যঙ্গাত্মক প্রতিধ্বনি, জনপ্রিয়তার কুশপুত্তলিকা। প্যারডি একান্তই পরনির্ভর শিল্প, কারণ কবি কবিতা বা কাব্যপ্রকরণ প্রতিষ্ঠা লাভ না করা পর্যন্ত প্যারডির উদ্ভব সম্ভব নয়। সুতরাং প্যারডি একান্তভাবেই মূলসাপেক্ষ, অস্বয়ম্ভূ—সে মূলের বামনাবতার। আদর্শ প্যারডি মূলের 'আঙ্গিকের প্রতি বিশ্বস্ত, কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতক'। প্যারডিকার মূলের উচ্চগ্রামকে অভাবনীয় অন্তঃসারশূন্যতায় নিয়ে আসেন, যেমন লুইস ক্যারল সাদি ও ওয়াট্স্‌-এর কবিতার প্যারডি করেছেন।

প্যারডি যে একজাতের সমালোচনা, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ডুইট ম্যাকডোনাল্ড্‌ একে বলেছেন এক জাতের আনুভৌতিক সমালোচনা —সমালোচকরা যা বিস্তারিত লেখেন, প্যারডি-লেখক তারই সংক্ষিপ্তসার করেন। শিপলের গ্রন্থে বলা হয়েছে, it is searching and effective criticism of a poet, by a poet, এক জাতের কবির লড়াই বটে। তবে মঞ্চে যা বিদ্বিষ্ট, প্যারডির ক্ষেত্রে তা সর্বদাই বিদ্বেষপ্রসূত নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্যারডিগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, কোনো কবিতা-বিশেষের প্যারডির চেয়ে কবি ও কাব্যরীতির প্যারডিই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে উঠেছে। কবিতার প্যারডি করা সহজ, কিন্তু কবির আদর্শ ও ভঙ্গির প্যারডি-রচনাতেই প্যারডিকারের সূক্ষ্ম সমালোচনীবৃত্তি এবং বিশ্লেষণাত্মক বিচার-বোধের পরিচয় মেলে। জনৈক সংকলক বলেছেন যে, প্যারডি হল 'প্রচলিত ঢঙ, রীতি বা পন্থার খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে কেন্দ্রানুগচিত্তের প্রতিক্রিয়া'[১]। তিনি আরও বলেছেন, 'গত তিন শতক ধরে ইংরাজি সাহিত্যে প্যারডি অনিবার্যভাবে সামাজিক এবং রোমান্টিকতাবিরোধী হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে প্যারডি হল জাতীয় স্বার্থের, সামাজিক

---

১ Burlesque and Parody in English—Ed. by George Kitchin (Edinburgh 1931)

দিক থেকে ভদ্রাচরণের ও সাহিত্যের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত রূপরীতির প্রহরী।' তবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ছিদ্রান্বেষণ, পরচর্চা ও অমূলক জিঘাংসা প্যারডি-কবিদের প্ররোচিত করে না, এমন কথা বলা যায় না। প্রচলিত রীতির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যারডিশিল্পীর স্থিতধী মনের প্রতিক্রিয়া সর্বদা সত্য হয়ে দেখা যায় না, আক্রমণটাই বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বায়রন সাদির, শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের, সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্যারডি করেছিলেন নিছক আঙ্গিক-প্রীতিবশত, দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-প্যারডি নিশ্চয় সে জাতের নয়। রোমান্টিকতার অতিরঞ্জন ও দোষগুণই প্যারডির হেতু হয়ে ওঠে অনেক সময়, যেমন হয়েছে বাঙলায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হাতে। ফরাসী নাট্যকার জে রেসিন (১৬৩৯-৯৯) তাঁর Les Plaideurs-এ সমকালীন বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার কর্নেলের উচ্ছ্বাসপ্রবণ রীতিকে প্যারডির বিষয় করেছিলেন। জন হুক্‌হাম ফ্রেরে ১৮শ-১৯শ শতকের মধ্যবর্তী ইংরাজি সাহিত্যের জনৈক নাট্যকার—তিনি ডারউইনের Loves of the Plants-কে বিদ্রূপ করে তার প্যারডি লিখেছিলেন Loves of the Triangles নামে। উনিশ শতকের বাঙালী নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস ইংরাজি 'ব্রাদার জিল এণ্ড আই' প্রহসন অনুকরণে লিখেছিলেন 'দাদা ও আমি' (১৮৮৮), অতুলকৃষ্ণ মিত্র এর প্যারডি করে লেখেন 'গাধা ও তুমি'[১]।

৩

এরিস্টটলের মতে, হেগেমেনন ('গাইগানতোমাকিয়া' যা 'দৈত্যদের যুদ্ধে'র লেখক, খ্রীঃপূঃ ৫ম শতক) প্যারডির আবিষ্কর্তা। হোমারীয় মহাকাব্যের প্যারডি 'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ' ('বাত্রাকোমাইওম্যাকিয়া') অবশ্য এরও পূর্ববর্তী রচনা। লোকসাহিত্যে প্যারডিজাতীয় রচনার ঐতিহ্য প্রাচীনতর। প্যারডি আদিকাল থেকেই এক জাতীয় নৈয়ায়িক ও নৈতিক সমালোচনারূপে গণ্য হয়ে আসছে। এস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের নাটকগুলির উপর প্যারডি লিখে নাট্যকার এরিস্টোফেনেস

১ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন।

প্যারডিকে বিচারকের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। লুসিয়ানও তাঁর Dialogues of the Gods এবং The True History-তে হোমারীয় রীতির প্যারডি করেছেন। ল্যাটিনে প্যারডির বৈচিত্র্য ও বিপুলতার পরিচয় পাওয়া যায় সিসেরোক্ত তালিকা থেকে। মধ্যযুগে বাইবেলকে অবলম্বন করে প্যারডি-রচনার বহুলতা দেখা যায়। ইংরাজি সাহিত্যের স্রষ্টা এবং আদিকবি চসারের প্যারডিতে (Rime of Sir Thopas) প্যারডির সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য দুর্লভ নয়। এলিজাবেথীয় যুগে অনেক কবি-নাট্যকারই প্যারডি-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পোপের Dunciad ও Rape of the Look, গে-র (Gay) Beggars' Opera—এইগুলি তৎকালীন মহাকাব্যিক রীতির প্রতি একপ্রকার কটাক্ষ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল। সারভেণ্টেসের ডন কুইক্‌সোট মধ্যযুগীয় রোমান্সের উপর প্যারডি মাত্র। এমন কি, সেকালের উদ্‌ভট ভ্রমণকাহিনীর প্রতি কটাক্ষই গ্যালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রেরণা বললে ভুল হয় না। জন ফিলিপস্-এর (১৬৭৬-১৭০৯) The Splendid Shilling প্যারাডাইস লস্টের প্যারডি। ভিক্‌টোরীয় যুগের কবিভ্রাতৃদ্বয় জেমস্ ও হোরেস স্মিথ রচিত Rejected Addresses সমসাময়িক বহু কবির উপর লিখিত প্যারডি কবিতার সংকলন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিঙ ও মার্কিন কবি ওয়ালট্ হুইটম্যান সর্বাধিক প্যারডির বিষয়ীভূত হয়েছেন। গদ্য-উপন্যাসে প্যারডি রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন ফিল্‌ডিঙ, থ্যাকারে, লিকক ও ম্যাক্‌স্ বিয়ারবোম। লুইস ক্যারলের এলিস-গ্রন্থে[১] যে সব উদ্‌ভট রসের কবিতা আছে, সেগুলির অধিকাংশই প্যারডি বা বার্লেস্ক, গত শতকের বহু জনপ্রিয় কবিতার প্রতিধ্বনি। ডুইট ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের 'প্যারডিস্' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলে ইংরাজি সাহিত্যের প্যারডি-কবিতার স্বাদ পাওয়া যাবে। আইজাক ওয়াটস্-এর Against Idleness and Mischief কবিতার একটি অংশ এইরূপ—

---

১ আবার আধুনিক কালে এলিস-গ্রন্থেরও প্যারডি হয়েছে। যথা—Alice's Adventures in the Atomland in the Plastic Age (South Duxbury, Massachusetts, 1949).

How does the little busy bee
Improve each shining hour,
And gather honey all the day
From every opening flower !

How skilfully she builds her cell !
How neat she spreads the wax !
And labours hard to store it well
With the sweet food she makes.

'এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে' লুইস ক্যারল এর প্যারডি লিখেছেন—

How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale !
How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in
With gently smiling jaws.

জেম্‌স্‌ টেলরের বিখ্যাত শিশুপাঠ্য কবিতা Twinkle Twinkle little Star-এর লুইস ক্যারল-কৃত প্যারডি Twinkle Twinkle little bat-এর কথাও এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু এইগুলি হল নিতান্তই শিশুসরল প্যারডি, নির্দোষ কবিতার নির্দ্বেষ অনুচিকীর্ষা। কাব্যরীতির সার্থক প্যারডির উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্যারলিন ওয়েল্‌স্‌-রচিত কয়েকটি প্যারডি-কবিতা উদ্ধৃত করছি।[১] এই প্যারডিশিল্পী একটি লঘু কৌতুকপ্রদ বিষয়কেই বিভিন্ন প্রথিতযশা কবির বিশিষ্ট কাব্যরীতি অবলম্বনে সুচতুরভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন মিলটনের কাব্যরীতির প্যারডি—

Hence, vain deluding cows.
The herd of folly, without colour bright,
How little you delight,
Or fill the Poet's mind, or songs arouse !

১ The Faber Book of Comic Verse—Ed. by Michael Roberts.

But, hail! thou goddess gay of feature!
Hail, divinest purple creature!
Oh, Cow, thy visage is too bright
To hit the sense of human sight.
And though I'd like, just once, to see thee,
I never, never, never'd be thee!

গ্রে-র সুবিখ্যাত এলেজির সার্থক প্যারডি—

The curfew tolls the knell of parting day
The lowing herd winds slowly o'er the lea;
I watched them slowly wend their weary way,
But, oh, a Purple Cow I did not see.

Full many a cow of purplest ray serene
Is haply grazing where I may not see;
Full many a donkey writes of her, I ween,
But neither of these creatures would I be.

শেলীর বিখ্যাত কবিতাটিও একই বিষয়ের উপস্থাপনায় উদ্ভটভাবে অনুকৃত হয়েছে—

Hail to thee blithe spirit!
Cow thou never wert;
But in life to cheer it
Playest thy full part
In purple lines of unpremeditated art.
The pale purple colour
Melts around thy sight
Like a star, but duller,
In the broad daylight.
I'd see thee, but I would not be thee if I might.

We look before and after
At cattle as they browse ;
Our most hearty laughter
Something sad must rouse.
Our sweetest songs are those that tell of Purple Cows.

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জনপ্রিয় কবিতার আঙ্গিকে রচিত—

She dwelt among the untrodden ways
Beside the springs of Dee ;
A cow whom there were few to praise
And very few to see.
A violet by a mossy stone
Greeting the smiling East
Is not so purple, I must own
As that erratic beast.
She lived unknown, that Cow, and so
I never chanced to see ;
But if I had to be one, oh !
The difference to me.

এবং কীট্‌সের স্মরণীয় পংক্তিগুচ্ছের কী হাস্যকর পতন—

A Cow of purple is a joy for ever.
Its loveliness increases. I have never
Seem this phenomenon. Yet ever keep
A brave look out ; lest I should be asleep
When she comes by. For, though
I would not be one,
I've oft imagined 't would be joy to see one.

বিদেশী ভাষায় প্যারডি-সংকলনও অনেক চোখে পড়ে। বিভিন্ন যুগের প্যারডি-কবিতাচয়ন ছাড়া ব্যক্তিগত প্যারডি বা বৈপরীত্যমূলক কবিতার সংকলনগ্রন্থ তো অসংখ্য আছেই। প্যারডি-সঞ্চয়ন-গ্রন্থাদির মধ্যে কয়েকটি নাম এখানে উল্লেখ করা যায়—

W. Hamilton—Parodies of the works of English and American Authors (6 vols 1884-89).

C. Wells—A Parody Anthology (1904)

A. Symons—A Book of Parodies (1908).

S. Adam & J. White—Parodies and Imitations (1912).

W. Jerrold & R. M. Leonard—A Century of Parody and Imitations (1913).

Geroge Kitchin—Burlesque and Parody in English (1931).

Michael Roberts—A Faber Book of Comic Verse

A. Stodart Walker—Moxford Book of English Verse

Dwight Macdonald—Parodies (1960).

বাঙলা সাহিত্যে প্যারডির ইতিহাস খুঁজতে প্রত্নতাত্ত্বিক হতে হয় না।

প্যারডি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি না থাকলেও প্যারডির আবির্ভাব সর্বকালের সাহিত্যেই প্রত্যাশিত, কারণ শ্লিষ্ট অনুচিকীর্ষা মানবজনীন ধর্মই বটে। প্রতিষ্ঠিতের প্রৌঢ় খ্যাতিতে অতিষ্ঠ হয়েই নবীন পরবর্তী তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেন, প্রথাগৃহীত ফর্মের বায়ব্য-গোলককে উপহাসের সূচীমুখ ছিদ্র দিয়ে তার অন্তঃসারশূন্যতাকে শুনিত করে তোলেন। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে রীতির এমন পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি, একঘেয়ে কাব্যরূপের এমন মুগ্ধ অনুচিকীর্ষা, পুচ্ছানুগ্রাহিতার এমন চূড়ান্ত আত্মশ্লাঘা—প্যারডির পক্ষে এরচেয়ে ভালো উপকরণ কল্পনাই করা যায় না। তবু ধর্মভীরু বাঙালী কবির মধ্যে সেকালে এক-আধটা প্যারডিকারও আবির্ভূত হননি। সে কালে

দেবরোষের কালনাগিনী ধর্মদ্রোহিতার লৌহবাসরে কেশমুখ ছিদ্র সন্ধান করেছে, কিন্তু ছিদ্রান্বেষী কবির দেখা মেলেনি। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁর পূর্বসূরীর প্রতি কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু তথাপি সেই জীর্ণ আঙ্গিককেই তিনিও বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। রামানন্দ যতীর মুকুন্দরাম-সমালোচনা প্যারডি হয়ে ওঠেনি, যুগোচিত সংশয়বাদের উদাহরণ হয়ে আছে মাত্র। বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর প্যারডি, কবিগানও বৈষ্ণব কবিতার প্যারডি,—এই ধরণের মন্তব্য কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এইগুলি সচেতন প্যারডি নয়, অর্থাৎ প্যারডির সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়নি বলেই তাকে যথার্থ প্যারডি বলব না। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন বৈষ্ণব পদাবলীর, শ্লিষ্ট নয়, সশ্রদ্ধ অনুচিকীর্ষা—তাই তাকে প্যারডি বলা ঠিক নয়, আজু গোঁসাইয়ের 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'-ঘটিত মন্তব্য সত্ত্বেও না। আবার রামপ্রসাদের প্রতিপক্ষ আজু গোঁসাইয়ের রচনাবলীর মধ্যেও প্যারডিসংক্রান্ত গবেষণা অনেকেই করে থাকেন। রামপ্রসাদ লিখেছিলেন—

এই সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি…ইত্যাদি

আজু গোঁসাই এর জবাবে রচনা করেন—

এই সংসার রসের কুটি
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি…ইত্যাদি

এইরূপ রামপ্রসাদের 'মনরে আমার এই মিনতি' গানের উত্তর দিয়েছিলেন আজু গোঁসাই। কিন্তু এগুলিকেও প্যারডি বলা সম্ভব নয়। কারণ প্যারডি মূলের ফর্মকে গ্রহণ করেই বিষয়ের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। প্রচলিত আঙ্গিকে গম্ভীর বিষয়ের বদলে লঘু বিষয়ে পতনজনিত বিরোধাভাসসৃষ্টিই প্যারডি-রচয়িতার উদ্দিষ্ট। কিন্তু এক্ষেত্রে আজু গোঁসাইয়ের গানে রামপ্রসাদের আঙ্গিক ও বিষয়ের কোনো অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্যজনিত বিস্ময় সৃষ্টি হয়নি। এ যেন প্রসাদী সন্দিগ্ধতার জবাবে গোস্বামীর বিশ্বস্ত মনের প্রত্যুত্তর। এই ধরণের রচনা সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর মাত্র। তাই প্রাগাধুনিক যুগে আদর্শ প্যারডি নেই বললেই চলে।

অবশ্য কবিসংগীতগুলির মধ্যে প্যারডির সম্ভাবনা আবিষ্কার করা কষ্টকর নয়। কবিগানের যুগ থেকেই আধুনিক মানুষের বিদ্রূপ ও বাচালতা, শ্লেষকটাক্ষ ও রূপরীতির বিকৃত অনুচিকীর্ষা প্যারডির পথ খুলে দিয়েছে, যদিও সর্বক্ষেত্রেই তা অচেতন প্যারডি-পর্যায়ভুক্ত। এরই মধ্যে রূপচাঁদ পক্ষীর 'মাথুর' খানিকটা প্যারডির ধর্মলাভ করেছে, কারণ এই গান কবিসংগীতেরই প্যারডি। ঈশ্বর গুপ্তের 'বাউল' গান বাঙলার লোকসংগীতের বৈরাগ্য ও তত্ত্বপ্রবণতার ছদ্মবেশে উদ্ভট অসামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা।

কোনো প্রতিষ্ঠিত কবিতা বা জনপ্রিয় আঙ্গিকই প্যারডিকারদের অধিকতর আকৃষ্ট করে থাকে। সাহিত্যে নূতন রূপকল্প অথবা শাখার প্রবর্তয়িতাদের প্রতি প্যারডি-রচয়িতাদের লোলুপ দৃষ্টি সর্বকালেই দেখা যায়। এইদিক থেকে উনিশ শতকে বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাধিক প্যারডির বিষয়ীভূত হয়েছেন। মধুসূদনের মহাকাব্যের আঙ্গিক, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বিশেষ এক-ধরণের নামধাতু ও দুর্বোধ্য আভিধানিক শব্দবহুল বাগ্‌বিধিকে প্যারডিকারগণ নিপুণভাবে অনুকরণ করেছেন এবং সেই ক্লাসিকাল প্রকরণের ভিতর লঘু ও কৌতুককর বিষয়বস্তু অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। এ যেন সিংহের জন্য নির্মিত লৌহশলাকাযুক্ত বিশেষ খাঁচায় মহাসমারোহে নিরীহ মার্জারশিশুকে বন্দী করে কৌতুক অনুভব করা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির সার্থক প্যারডি—হয়ত বা বার্লেস্কের রীতিতেও একে বিচার করা যায়। 'অলীকবাবু'তে নায়িকা হেমাঙ্গিনীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার রোমান্সের স্বপ্নলোকে বিহারিণী নায়িকাদের ভাষা সংলাপ ও আচরণের আশ্চর্য অনুকরণ করেছেন। যতদূর মনে হয়, বার্লেস্ক শব্দটি বাঙলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালই সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। অবশ্য প্যারডি ও বার্লেস্কের প্রভেদরেখা সূক্ষ্মভাবে তাঁর কাছেও স্পষ্ট ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সমাজবিভ্রাট', 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার', 'প্রায়শ্চিত্ত' ('বহুত আচ্ছা') 'আনন্দবিদায়'—এইগুলিও বার্লেস্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বহুনিন্দিত 'আনন্দবিদায়' স্বাধীনভাবে বার্লেস্ক, আবার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়ে'র অনুকরণে রচিত বলে প্যারডি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন প্রহসন বার্লেস্কের

অন্তর্ভুক্ত, কিংবা স্বাধীন হাসির গানগুলির মধ্যে অনেক রচনাই উচ্চাঙ্গের প্যারডি হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের প্যারডিকারগণ তাঁর রচনাদর্শ, ভাষা, বাক্‌রীতি ও মুদ্রাদোষগুলির সার্থক অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। আলোচ্য সংকলনে ধৃত জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতউদ্ধার কাব্য' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'অম্বলসম্বরা কাব্য' প্যারডি-রচনার তিনটি সফল উদাহরণরূপে আমাদের সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম-মধুসূদনের রচনারীতির প্যারডি সন্ধান করলে অনেক পাওয়া যাবে।

৫

অধ্যাপিকা বারবারা হার্ডির মতে, প্রত্যেক সাহিত্যের মধ্যেই কিছু না কিছু প্যারডি আছে; কারণ প্যারডি শুধু মুখবিকার নয়, বরং সকল প্রকার বিকারের সে প্রতিষেধকও। একটি সাহিত্যকোষে প্যারডিকে 'শব্দগত', 'আঙ্গিকগত' এবং 'বিষয়গত' তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কোনো বিখ্যাত কবিতায় চরণাশ্রিত কোনো শব্দের পরিবর্তনের দ্বারা কৌতুক উৎপাদন করা উক্ত প্রথম রীতির প্যারডির শর্ত। অবশ্য এই পরিবর্তন কেবল শব্দমাত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো কখনো বাক্যাংশের বাক্যে পর্যন্ত সংক্রামিত হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা'র অন্তর্গত 'কত কাল পরে বল ভারত রে', 'বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি' এই জাতীয় প্যারডির সফল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় ধরণের আঙ্গিকগত প্যারডিই পূর্ণ প্যারডি, যার আদর্শ হল কোনো আঙ্গিকের, রীতির বা মুদ্রাদোষগুলির হাস্যজনক অনুকার। উদাহরণ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'শুকসারী সংবাদ', দ্বিজেন্দ্রলালের 'কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ', 'তোমরা ও আমরা' এবং 'আমরা ও তোমরা', রজনীকান্তের গানগুলি, সত্যেন্দ্রনাথের 'সর্বণী', সতীশচন্দ্র ঘটকের 'আমার কর্মভূমি', যতীন্দ্রনাথের 'শরতের বঙ্গভূমি', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শালী', উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের 'কান্নাহাসির কবির লড়াই' ও 'পণ্ডিত সেনগুপ্ত' এবং আধুনিক কবিদের আরও একাধিক কবিতা। বিষয়গত প্যারডিতে

কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিতার ভাববস্তু বা ভাবাত্মা বা কোনো সাহিত্যিক আদর্শকে অনুকরণ করা হয়। এখানে বাহ্যরূপ বা শব্দরূপের সাদৃশ্য স্পষ্টগোচর নয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলেই তার অন্তঃসলিল স্রোতোপথটি চিনে নেওয়া যায়। আলোচ্য সংকলনে বিধবাবিবাহসংক্রান্ত কবিতাগুলি থেকে সুরু করে যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখের পার', জীবনময় রায়ের 'মৎকুণ', অজিতকৃষ্ণ বসুর 'সাপের মৃত্যু', কমলাকান্তের 'পূজার আনন্দ' ও 'কাকস্য পরিবেদনা', আশা দেবীর 'দেবদাসী'—এবং আরও কয়েকটি, কাব্যপাঠেই যাদের স্বাদ প্রাপ্তব্য—এই জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন কাব্যের বা পাঁচালির আঙ্গিকে অথবা লোকসাহিত্যের আঙ্গিকে রচিত কবিতাও বাঙলা প্যারডির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। দীনবন্ধুর 'মাণিকপীরের গীত' ও রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গ' দুই কালের দুটি অনুরূপ কবিতা। উনিশ শতকের যাত্রাকার গোবিন্দ অধিকারীর বিখ্যাত 'শুকসারী সংবাদ' ('বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের') বাঙলা প্যারডি-সাহিত্যে দীর্ঘকাল সমাদৃত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'শুকসারী সংবাদ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ' এই অনুকৃতি দুই কালের দুই সার্থক উদাহৃতি। এমন কি রবীন্দ্রনাথও এই আঙ্গিক-অনুকরণে প্যারডি লিখেছেন নন্দলালের একটি 'চিত্রপত্রিকার উত্তরে'—

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ;
সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য,—
গিরির মাথায় থাকে।…(পরিশেষ, সংযোজন দ্রষ্টব্য)

তবে রবীন্দ্রনাথের এই প্যারডি, প্যারডির সাধারণ ধর্ম লঘু প্রসঙ্গের হাস্যকর অবতারণা থেকে বঞ্চিত।

প্যারডি কবিতায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবি-কথাসাহিত্যিক-সাংবাদিক ইন্দ্রনাথ যুগপৎ পাঁচু ঠাকুর এবং ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনামে সমকালীন ঘটনাবলী অবলম্বনে নানাজাতের প্যারডি রচনা করেছেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মহাকাব্যরীতির সাহায্যে রচিত তাঁর 'ভারত-উদ্ধার কাব্য' কেবল মধুসূদনের কাব্যরীতির প্যারডি নয়, আমাদের স্বদেশপ্রাণ ভাবোচ্ছ্বাসবহুল জাতীয় বাগাড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্যের

প্রতিও শূলমুখ বিদ্রূপ। 'স্যার রিচার্ড টেম্পল' কবিতায় তিনি মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতার সার্থক প্যারডি লিখেছেন।

বাঙলা প্যারডি কবিতার আধুনিক কালের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সংগীত ও কবিতা বিভিন্ন প্যারডির পক্ষে আশাতীত প্রেরণা সঞ্চার করেছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'রাহু' ছদ্মনামে সর্বপ্রথম কড়ি ও কোমলের প্যারডি সুরু করেছিলেন 'মিঠে ও কড়া' নামে—যদিচ তাঁর রচনায় প্যারডির বিশুদ্ধিতা অপেক্ষা সহেতুক পরনিন্দার ভাগই ছিল প্রবল। কিন্তু পরবর্তী কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, বনফুল, অজিতকৃষ্ণ বসু, শরদিন্দু, কমলাকান্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, মনোজ ভট্টাচার্য—এঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা-ছন্দ-ভাবকে সুকৌশলে কুক্ষিগত করে অনুকরণের ছদ্মবেশে সুনিপুণ কাব্যসৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এক 'উর্বশী' কবিতার তিনটি প্যারডি—সত্যেন্দ্রনাথের 'সর্বশী', বনফুলের 'শালা' ও শরদিন্দুর 'শালী'—তিন ব্যঙ্গকার কাব্যানুকারীর ত্রয়ী প্রতিভার বিচিত্র উদ্‌ভাবন। আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের অসংগতি, সমকালীন সংসারের নিত্যদৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতি কটাক্ষপাতে প্যারডি কবিতার সহযোগিতা কত সার্থক ও অনিবার্য, কমলাকান্তের প্যারডি তার উদাহরণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঋষিবাক্য' কবিতা বা কাব্য-প্রযুক্তির প্যারডি নয়—কিন্তু বুদ্ধিজীবী কথাসাহিত্যিকের তীক্ষ্নমুখ লেখনীতে আমাদের সাম্প্রতিক বিপন্ন প্রতারিত জীবন আশ্চর্য প্যারডির বিষয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া অধিকাংশ কবিদের আক্রমণের বিষয়বস্তু রোমান্টিকতার জীবনহীন স্বপ্নবিলাস, অবাস্তব কল্পনা ও মধ্যবিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা। আধুনিক কবিদের দুর্বোধ্য কাব্যকৌশলের উপর প্যারডি রচনা করেছেন জীবনময় রায়। অন্যান্য কবিতার রস ও রহস্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, সহৃদয় ও রসপায়ী কাব্যপাঠক অনায়াসেই তাদের পূর্ণস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন বলে আশা করি।

প্যারডির আদর্শ আমাদের মতে কবিতার মধ্য দিয়েই চরম সার্থকতা লাভ করে, বার্লেস্ক যেমন নাট্যপ্রহসনে। প্যারডির সংজ্ঞা ও শর্ত সার্বভৌম হলেও প্রত্যেক ভাষার প্যারডি-কবিতাই নিজস্ব রীতি ও জাতীয় প্রবণতার

পথ ধরে এগিয়ে চলে। বাঙলা ভাষায় প্যারডিজাতীয় কবিতার এই প্রথম সংকলনে, আমাদের সাহিত্যজীবনে এবং সমগ্র জাতিগত পরিপ্রেক্ষিতে প্যারডির উল্টোরথ কোন পথে চলেছে, মোটামুটি পাঠকরা তার একটি উপভোগ্য চিত্রলেখা পাবেন। প্যারডি রচনা করেন সুবুদ্ধিবিলাস বাকপটু কবি, সংকলয়িতার কটুবুদ্ধির সঙ্গে তার ব্যবধান অবশ্য স্বীকার্য। এই সংকলনগ্রন্থটি হয়ত সর্বাঙ্গীণ নয়, কিন্তু সেই জাতীয় কোনও অসংকলিত উদ্যমের অবশ্যই খশড়া। সম্ভবত কর্তার হিসাবের খাতায় শক্তিগীতের খশড়া লিখেই রামপ্রসাদ বৈষয়িক কর্ম থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ গানটি লিখে ফেললে সংসার থেকেই মুক্তি পেতেন—কবি হতে হত না। আদিকর্মীর পক্ষে খশড়াই গৌরবের। আর একটি কথা—ইংরাজিতে প্যারডি বার্লেস্ক প্রভৃতি শব্দের অর্থগত বৈচিত্র্য থাকলেও বাঙলায় প্যারডি শব্দের দ্বারাই এই জাতীয় সব কবিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এই শ্রেণীর রচনার জন্যে 'কাব্য-প্রতিধ্বনি' এই প্রতিশব্দটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

নৈবেদ্য নয়, কাব্যভারতীর বেদীতলে প্যারডি-কবিতার এই সংকলন দীন হসন্তিকার ভূমিকার গ্রহণ করলেই যথেষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাউল গানের প্যারডি

বাহার খেম্‌টা

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোয়ানো ভার
হোলো পূর্ণিমেতে আমাবস্যা, তেরো-পহর অন্ধকার।
এসে বেন্দাবনে বলে গেল, বামী বোষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী।
আর ভাদ্দর মাসের সাতই পোষে, চড়কপূজার দিন এবার॥
সেই ময়রা মাগী মরে গেল, মেরে বুকে শূল
বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে, পুড়ে হলো ছারেখার॥
ঐ সূর্যি মামা পূর্বদিকে, অস্তে চলে যায়,
উত্তুর দখিন কোণ্ থেকে আজ, বাতাস লাগচে গায়।
সেই রাজার বাড়ির টাট্টুঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার॥
ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী, হাসতেছে কেমন
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার॥

[দ্বিজ নরেশচন্দ্রের একটি বাউলগান—"মম সুখোদয় যে দিনে উদয় হবে গো জননী জানি সমুদয়"—সম্ভবতঃ এই গানটি অবলম্বনে।]

রূপচাঁদ পক্ষী

মাথুর

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা

আমারে ফ্রড করে
কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি স্যরি,
গোলডন বডি হল কালি॥
হো মাই ডিয়র ডিয়রেস্ট, মধুপুর তুই গেলি কেষ্ট,
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেস্ট,
হিয়ার ডিয়র বনমালী॥
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি)
পুওর কিরিচার মিল্‌ক্‌-গেরেল,
তাদের ব্রেস্টে মারিলি শেল,
নন্‌সেন্‌স্‌ তোর নাইকো আক্কেল
ব্রিচ অফ কনট্র্যাক্‌ট্‌ করলি।
(ফিমেলগণে ফেল করলি)
লম্পট শঠের ফরচুন খুললো,
মথুরাতে কিং হলো, অঙ্কেলের প্রাণ নাশিল,
কুবুজার কুজ পেলে ডালি।
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি)
শ্রীনন্দের বয় ইয়ংল্যাড, কুরুকেড মাইণ্ড হার্ড,
কহে আর, সি, ডি, বার্ড, এ
পেলাকার্‌ড্‌ কৃষ্ণকেলি॥
(হাপ ইংলিশ হাপ বাঙালী॥)

[বাঙালী গান হইতে]

অজ্ঞাত

'বিধবার বিবাহ'

"সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরানীবাবুর পলায়ন এবং বিধবা-বিবাহকরণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম তাহা যথার্থ বটে, ঐ বিবাহকার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু কিরূপ হইয়াছে, গান্ধর্বমতে কি অন্যপ্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে পারিলে বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, ইহাকে এক একপ্রকার, নূতন শাস্ত্র-সম্মত নূতন মত বলিতে হইবেক। কারণ এই চৈতন্যচরিতামৃত পুরাতন চৈতন্যচরিতামৃতকে পরাজয় করিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার খালিরূম, হইল ফিলাপ্॥
ভালধার্য, মুখরাজ্য, কার্যবটে পাকা।
কেরানীর কর্ম নয়, রূম খালি রাখা॥
ধামধূম টামটূম, অন্ধকারে আলো।
হুম্ পেয়ে উম্ পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥
জয় জয় কালধর্ম আর কারে ভয়।
কাঁকুমন্ত্রে মাকুদেবী হলেন সদয়॥

[সংবাদ প্রভাকর: ১০ই চৈত্র ১২৫৮]

অজ্ঞাত

'বিধবাবিবাহ'

[মঙ্গলকাব্য]

শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার।
বিধবার বিবাহ হবে রবে (?) সমাচার ॥
হইয়াছে যত গ্রন্থ বিধবা বিপক্ষে।
তিষ্ঠিতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে ॥
দ্বিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান।
কেহ বা জানেন কিছু তাহার সন্ধান ॥
করিয়াছিলেন বাধা বহু ভট্টাচার্য।
সমুদ্রতরঙ্গ তাহে না হয় নির্বার্য ॥
তর্কেতে উঠিয়াছে যতেক আপত্তি।
ঈশ্বর সুতর্কে তার হইল বিপত্তি ॥
দ্বিতীয় পুস্তক যাহা সাগর হইতে।
উঠিয়াছে সুপ্রমাণ রত্নাদি সহিতে ॥
সে সব প্রমাণরত্ন যত্নে করি হার।
বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥
সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকূল ॥
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার।
চলিতে না পারিবেন বক্র পথে আর ॥
নিবারণ করিবেন কি প্রমাণ দিয়া।
টানাটানি পড়িবেক নবদ্বীপ নিয়া ॥
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পাইবেন মান।
করিতে হইবে তাঁকে মূল সূত্র গান ॥

শাস্ত্রীয় বিচারাসরে যাত্রা হবে জারি।
হইবেন ব্রজনাথ নিজে অধিকারী ॥
শ্রীভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন যুড়ীদার।
হইবেন ডাহিনের মৃদঙ্গী দোহার ॥
বাম দিকে কাশীনাথ বাজাবেন গাল।
ধরিবেন তালে ২ মৃদঙ্গের তাল ॥
পৃষ্ঠভাগে রামতনু আদি অধ্যাপক।
তালে মানে গাহিবেন পুরাতন লোক ॥
শ্রীপদ্মলোচন যিনি দিয়াছেন বাধা।
সম্মুখে প্রধান সখী সাজিবেন রাধা ॥
আর যত অধ্যাপক বিপক্ষীয় শাখা।
সাজিবেন তাঁরা সব ললিতা বিশাখা ॥
ধনিদের বাড়ী ২ এই যাত্রা হবে।
বিধবাবিবাহ যাত্রা চিরখ্যাত রবে ॥
প্রথমতঃ অধিকারী তুলিবেন তান।
হবেন ২ বিয়া নিষিদ্ধ প্রমাণ ॥
তারপর সখীগণ গাইবেন স্বরে।
মীমাংসায় তাল মান রহিবে না পরে ॥
প্রথমে দিবেন বটে ধনীগণে পেলা।
সাগরে ডুবিয়া যাবে সব লীলা খেলা ॥
আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।
শঙ্খ শাড়ী পরিয়া প্রস্তুতভাবে রবে ॥
পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।
খাটিবেনা আর কারু তাল মান যন্ত্র ॥
যাত্রা দিলে লোক পূর্ণ হবে রাজপুর।
সভাপতি হইবেন রাজা বাহাদুর ॥

বামদিকে বসিবেন বাবু রত্নরায়।
পেলা দিতে বলিবেন গঙ্গ উপাধ্যায়॥
এবারে হবে না পেলা রত্নশিরে শাল।
প্রথমের শাল পেলা হইয়াছে শাল॥
আমরা ধূন্বুল দিতে রহিলাম সেজে।
ধন্যবাদ দিতে হবে সাগর সমাজে॥

[সমাচার সুধাবর্ষণ : ১২ নভেম্বর, ১৮৫৫ খ্রীঃ]

দীনবন্ধু মিত্র

মাণিক পীরের গীত

মানিক পীর, ভবপারে যাবার লা
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,
মাণিকপীর—
আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবি কর সার,
মাজা তুল্‌য়ে চলে যাবা ভবনদীর পার।
শুন রে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি ;

কোরাণেতে বয়েদ আছে, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ তুনিয়াটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝক্‌মারি।
ব্যানে বিকেলে তুপহরে, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মনডা করে স্থির ;
মানী লোকের রাখ্‌বা মান, ‍ ‍ ‍ ‍ গোরিব লোককে কর্‌বা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রানি
পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌ছে কাম্‌ কর্‌না ছোড়কে শয়তানি।
ঝুটবাৎমে না দেবা দেল্‌, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পূজো বাপ্‌ মার চরণ।
গোনা বরাবর্‌ নেইকো বিষ, ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্‌,
এইতো ধরম শাস্ত্রের লেখন॥

সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি জটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধু রেখে পীরকে ফাঁকি দিল।

কত কীর্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ, সাদির সাথে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।

ওরে কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্চু নেরেল ব্যাল,
আজগবী দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্যি ত্যাল।

মুসলমানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আজির মধ্যি মধু।

আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহালাদ,
আর, দিনের বেলায় সুর্যু ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ।

পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর, ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।

কত কেরামৎ জানরে বন্দা কত কেরামৎ জানো,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টানো।

দুর্গির ছাওয়াল কার্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়,
আর, পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।

রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডর্‌য়ে ওঠে ছেলে,
আর, হুড়্‌কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।

বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাব্লি আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম্ যদি থাকতো কাছেরে পুঁচ্তো নুমাল দিয়ে।

পিঁড়েয় বসে কাঁদছে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে।

ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মান্‌বির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বলরে ভাই পালা কল্লাম শেষ।

[জামাইবারিক

জগদ্বন্ধু ভদ্র

ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জয়—
পললাশী বজ্রনখ—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।
অর্ক্কক্ষারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সুআশুগ ইরম্মদ গমে সন্ সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,

অটিছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(ক্ষ্মাভ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী
কিম্বা যথা ঝটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহু দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতুসমাগমে আর্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণুপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা, আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসংকীর্তনে।
সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষতমৌলী।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মুষিকবপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ-চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায় রে যেমতি
চতুর্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতসক্রমের কিম্বা সূচ্যগ্রতনিষ্ঠ
তথা ন্যুব্জ আকর্ষ্যগ্রভাগ সমতুল)

সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্থ যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজি
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্ব প্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরজ-রদ-নির্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কি সুন্দর!
ত্রপিষ্ঠাতরুণ্যম্বক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক—মরীচিনিকর
অসহ্য সে দৃশ্যে,—হায় ত্বিষাম্পতিতেজঃ
দিবাভীত—নেত্র যথা না পারে সহিতে।
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুমতী গুরু বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া সুরভিগন্ধী তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা-আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুন্যষভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব!
জগতের হিত হেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?

পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস—উর্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও ধনি, যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশীবিষ ক্রূর
মণ্ডুকেরে, সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষিসম্ভবে ;
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা॥

ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা নাম
প্রথমসর্গঃ সমাপ্তঃ।

["মাইকেল মধুসূদন বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন। এই নূতন ছন্দের কবিতা-গ্রন্থ লইয়া সে সময়ে সাহিত্যিকগণের মধ্যে বেশ একটু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। জগদ্বন্ধুবাবু যশোহরে অবস্থানকালে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ রচনা করেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ উহা পাঠ করিয়া মোহিত হন এবং মাইকেল মধুসূদনকে পড়িতে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'আমার মেঘনাদবধ একদিন হয়ত বাঙলা সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে'।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

শুক-সারী সংবাদ

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারী ছেলে,
সারী বলে, আমার রাধায় গয়না দিবে বলে
রোজগার কিসের লাগি।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চষমা শোভে নাকে,
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
নইলে পারবে কেন ?

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের দাড়ি দোলায়িত,
সারী বলে, আমার রাধার চিরুণি চালিত,
নইলে জটা হত।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চেন ঝলমল,
সারী বলে, আমার রাধার গোটেরই নকল,
কেবল এপিট ওপিট।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের আলবার্ট টেরি,
সারী বলে, আমার রাধার সীঁথির অনুকারী,
টেরি পেলি কোথা।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কভু হ্যাট কোটধারী,
সারী বলে, রাধার তখন ঘেরাল ঘাগরি
সে যে রাই নাগরী।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সাম্যগীতি গায়,
সারী বলে, আমার রাধায় ভুলাবারে চায়,
নইলে বিষম দায়।

শুক বলে,   কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা তরে,
সারী বলে,   তাইতে রাধার কোটালি সে করে,
এই দিন দুপরে।

শুক বলে,   কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার,
সারী বলে,   নৈলে মন পেতো কি রাধার।
হতো পায়ে ধরা সার।

শুক বলে,   আমার কৃষ্ণ কোম্‌ত তন্ত্র পড়ে,
সারী বলে,   আমার রাধার পূজা করবে বলে,
কোম্‌ত রাধাতন্ত্র।

শুক বলে,   আমার কৃষ্ণ হবে বলন্‌টিয়ার,
সারী বলে,   আমার রাধা তাতেও আগুসার,
যমুনার ঢেউ দেখেছ।

শুক বলে,   আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায়,
সারী বলে,   আমার রাধা মন্ত্রদাতা তায়,
সে যে মন্ত্রগুরু।

শুক বলে,   আমার কৃষ্ণ লেখে নবেল নাটক
সারী বলে,   তাতে রাধার গুণেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক।

শুক বলে,   আমার কৃষ্ণ সংকীর্তন গায়,
সারী বলে,   বিনোদিনী মহাপ্রভু তায়,
নইলে ভজবে কেন।

কবি বলে,   শুকসারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা,
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা,
বলি, লাগল কেমন?

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলাতী বিধবা

"বঙ্গের বিধবাকে পদ্যের কলে ফেলিয়া অনেক ব্যক্তি কবির দলে নাম লিখাইয়াছেন (১)। কিন্তু বিলাতী বিধবা এখন পর্যন্ত অদলিত ক্ষেত্র ; সেই জন্ম আমি একবার লেখনী ধারণ করিলাম, যশস্বী হইতে পারিব না কি ?—"

(কবির দলের বাঙ্গারাম)

(১)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে (২) !
দুখিনী উহার মত দুনিয়াতে কই রে !
হারায়ে তৃতীয় পতি, বিরহে কাতরা অতি,
পোড়া চিন্তা দিবা রাতি—পাইব কি আর ?
ললনা ছলনা বিধি, কেন বারবার !

(২)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
একপ্রাণে পতিশোক কতবার সই রে !
যেখানে চরণ চলে, পতি আছে ক্ষিতিতলে,
বুঝি বা করম-ফলে,—এই দশা হায় !
যত গোর, তত পতি, তবু পতি নয় !

(৩)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
কি হবে উহার দশা ভেবে সারা হই রে !
আভরণে নাই আশ, কালির বরণ বাস,
মুখে মাখে ছাই পাঁশ, পাউডার ব'লে,
পতি-সুখ, পতি-শোক মিটিবে না ম'লে !

(৪)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
বিষাদে চৌচির হিয়া, যেন তাজা খই রে!
মুখ চোখ নাক কাণ,   সকলি আছে সমান,
যায় কেন দিনমান, কিসে যায় রাতি?
পোড়ায়, পোড়ে না হায় জীবনের বাতি!

(৫)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
তপত তেলের কড়া তাহে যেন কই রে!
প্রাণ করে আই ঢাই,   শয়নেতে সুখ নাই,
তন্দ্রা যদি আসে ছাই, তাতেও স্বপন!
রমণী মরমে মরে, একি জ্বালাতন!

(৬)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
উহু উহু, মরি মরি কাঁদিব কতই রে!
আছে দাঁড়, আছে হাল,   আছে গুণ, আছে পাল,
তবু যেন আল থাল, মাঝির অভাবে।
বানচাল হয়ে কি রে ভরা ডুবে যাবে?

(৭)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
নহে দুধ, নহে ক্ষীর, হায় শুধু দই রে।
বহে সদা দীর্ঘ শ্বাস,   নবেলে মেটে না আশ,
হেন ভাবে বারো মাস কাটান কি যায়?
নারীর জীবনে, বিধি, এত কেন দায়?

(৮)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
করুণ-রসেতে লেখা স্বভাবের বই রে!
সুখে দুখে একটানা, যা হোক করিনে মানা
মনে তবু থাকে জানি—ফিরিবার নয়।
এ যে ভয়, বড় দায়, কি কখন হয়।

(৯)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
পথি পথি ভ্রমে, তবু পতি না মিলই রে।
ঘোর নিশি ঝড় বয়, চারি দিকে চৌর ভয়,
সতীপনা-মণিময় বিধবার হিয়া,
কেহ নাই, রাখে দ্বার পাহারা বসিয়া!

(১০)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
ভেঙেছে আবার তার স্বরগের মই রে!
নাই আর কারিকুরি, করিতে বয়স চুরি,
কৃতান্তেরে করে ধরি, রাখি কোন্ ছলে?
চল্লিশে চব্বিশ করা কত বার চলে?

["কবি হেমচন্দ্র 'বিধবা রমণী' নামে একটি কবিতা লিখিয়া বঙ্গবিধবাদের কটাক্ষ করেন। তদুত্তরে ইন্দ্রনাথ ছদ্মনামে এই কবিতাটি রচনা করেন। বাঞ্ছারাম ইহা উপহার দিয়াছেন পঞ্চানন্দকে।"]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-উদ্ধার কাব্য

প্রথম সর্গ

গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাঙালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্বাপিত গৌরব-প্রদীপ--
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন, এবে—
জ্বালাইয়া পুনর্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীসে ; নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোরস্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্তা ; কিন্তু নব্য কবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তারা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে ; (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তারা ত মা মরা !)
অভিমান আছে তাহে বাঙালী বলিয়া,

পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
বাখানি বাঙালী-বীরে, বীরত্ব বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার আমার।

কালেজের পড়াশুনা সব করি শেষ
ছ মাস ছ মাস ধরি, আফিসে আফিসে
নিতি নিতি যাই আসি, কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
ফেকো উঠিতেছে মুখে সাধি জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
"খাবার কি আছে কিছু ?" জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও দগ্ধানন। তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার বন্ধন—
নহিলে কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি দিত কোন্ কালে! হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল;
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।

তখন তিলার্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি
পলাইনু নিজ ঘরে। অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্তমান হেন,—কিসে ভারত-উদ্ধার
কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়
স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে ;
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্যুক্ত মতে।
আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন ;—
"কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতিকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ?
হইল বয়স কত, বার্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয় ; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরিতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সেদিন আছে ? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন ;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাও রে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়,
ফুংকারে তোমার, সব হয় জড়সড় ;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও সংগীত ;—
আমা হতে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি।

দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয় বল ?   কবে ফুরাইবে,
দশ দিক অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত, ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

একদা আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল-বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল ; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে
শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাঁটি বাঁটি দিল
পরিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু ; অঙ্গারাম্ল বাষ্পে
পূরিত হইয়া পুনঃ উত্তরে পশিল ;—
হায় যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ

পানা পুকুরের জলে সমান রাখিয়া
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব ; বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে ;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দনকাননে।
ভাবিছে বিপিন ;—"হায়! গত কত দিন
এইভাবে ; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ কত কাল রবে,
বঙ্গবাসি-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি তো মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে!
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধনিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে

বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—মা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে— ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না, প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট" পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না,
অসহ্য হৈতেছে ক্রমে রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে,
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!—
—হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে

শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি-দেহে।—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
স্তম্ভিত বিপিন! মুখে একমাত্র বোল
—বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
বামজুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ
করিতেছে বিপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে
—না সম্ভবে বাঙালীর ভীম-পরাক্রম—
সঘনে "বঁটায়" যত "পাষণ্ড ইংরেজে।"
বিপিনকৃষ্ণের বাহু বিষম ছুলিছে,
লাটিম ছাড়িছে যেন কল্পনার বলে,
মুখে শুধু "বঁটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে"
বিপিনের তদাতন মুখের ভঙ্গিমা,
অন্ধকার হেতু নাহি পারি বর্ণিবারে
—হায় রে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দন্তকিটিমিটি,
অধর-দংশন, আর ললাট-কুঞ্চন,
কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
কামিনীকুমার প্রিয়বন্ধু বিপিনের
হেনকালে চুপি চুপি তথা উপনীত।
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে
অগ্রসরি সমীপেতে গিয়া বিপিনের
হস্তিল তাহার স্কন্ধ; চমকি বিপিন,
ভাবিয়া পুলিশ, আর না চাহিয়া ফিরে,
উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রয়াস।
দৌড়িছে বিপিন; আর, কামিনীকুমার

আশ্বাসিতে বন্ধুবরে দৌড়িছে পশ্চাতে।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদের শর
—নশ্বর আশুগ শর—মৃগেন্দ্র-পশ্চাতে
তাড়া করি ধরে বিন্ধে, জরজরি পাড়ে
মৃগরাজে ভূমে, হায় তেমতি কামিনী
সে করাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি-ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আর মড় মড় রড়ে
ধপাৎ করিয়া তার উপরে পড়িলা।
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেঁট-মুণ্ড, ভূমে
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগড়ি ;—
কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দূর্বাদলে শেফালিকা রাশি রাশি পড়ি ;
অথবা, পর্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত ;
কিংবা যথা সুধাকর কৃষ্ণা ত্রয়োদশী—
শিরে দেয় কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া।
কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,
—লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাসায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে।
গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,
চিতাইলা বন্ধুবরে তীর্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইলা তারে,
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া ব্যজনিলা তায়,

আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন-মুখে ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা।
কহিল কামিনী—"কেন ভাই এত ভয় ?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাধিলে লড়াই আজি দুশমনের সনে
তুমি অগ্রবর্তী হবে ; দেশের কল্যাণে
মুণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে ভয় নাহি পাও ;
তবে এ নগরমাঝে, জাগ্রত সকলে
সিপাই সান্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?
পড়াশুনা করিয়াছ, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙালী-ভরসা,
সাগর লঙ্ঘিতে পার, গোষ্পদে ডুবিলে ?
তবে ত ভারত মাটি, ইংরেজের(ই) জয় !"
আশ্বাসিলা, বিলপিলা, হেন মতে যদি
কামিনীকুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল অনল
—ইংরেজনিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে।
সাহসে বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁহাকার হাতে
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর।
কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ।—

"কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ-বিক্ষেপণ ;
সহসা আগ্নেয়-গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল ;
গভীর জীমূতমন্দ্র হতেছিল কেন
ইংরেজ-নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত।"

বহুক্ষণ দুইজনে হৈল কাণাকাণি,
বহুভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয় ; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া
বিসর্জিলা অশ্রুনীর ; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্যহানি তায়।
কহিলা বিপিন, আর বিলম্ব না সহে ;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিংবা সভার বিলয়।"
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,
নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দু'জনে
"ভারত-উদ্ধার প্রাতে"—ভাবিয়া শুইলা।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে সঙ্কল্পো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের অঙ্গে মিশাইল কাল,
আহৃত সিকতা-মুষ্ঠি স্তূপে মিশাইল।

কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্মিক, পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আন্ধারিয়া জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অক্রুবাণ শিশুরে ফেলিয়া,
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাই যার
এ হেন বধূরে করি চির-অনাথিনী
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুছাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে।
বিচারমন্দিরে কোথা—ধর্মাধিকরণে—
রাজস্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাভাণ্ড ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে,
কোন মহাজন—ন্যায়-কূটের প্রসাদে।
অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি,
মূর্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি।
কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পরিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখেছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই,
সুখের শৈশব, তবে চাহি না কি আর ?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা ;

তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম ?
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।
নগরে আফিস-মুখে গাড়ীজুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
'দান ধকা, বাম ধকা, ধাই কুড়' করি,
উড়ে মেড়া ছুটে কত 'পাল্‌কী' লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল।
আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চূণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায় ;—
শোভিছে সুরম্য, রাজপথের উপরে
আঁকা বাঁকা, উঁচু নীচু কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী,
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায় আর স্খলিত ক্বচিৎ ;
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট ;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান ; মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে।
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া
বিলম্বিত টানা-পাখা, চির আবরিত
পড়িত সে এতদিন, কেবল সন্দেহ

দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা, কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে 'আর্য-কার্যকরী সভা'
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ!
ধন্য অনুরাগ! যাহে এ প্রাণ-সংকটে,
স্বদেশ-বাৎসল্য-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া,
ভারত-কল্যাণে হেথা সশরীরে আসে।
চারিটা বাজিবামাত্র, এক দুই ক্রমে
পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।
আরব্ধ হইল কার্য, গতোপবেশনে
কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য সম্পন্ন,
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কে বা দ্বিতীয়িলে
ঐকমত্যে উঢ় তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
সভাদল-সম্মোদনে, অন্তের সভায়।
উঠিল বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাঁকোচ সুস্বরে,
উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
আজি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব;
জীবন মরণ সম সে প্রস্তাব গুরু;
যে প্রস্তাবে নির্ভরিছে সবার কল্যাণ;
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের
চির জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে;
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে

লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে ;
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙলার, ভারতের ভাবী।"
নিস্তব্ধ সকল সভ্য বিস্ফারিত আঁখি
এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনের মুখে,
নিস্তব্ধ যে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তার শুনা যায় বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকের একমাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস রোধি ত্রিলোক-নিবাসী
আরম্ভে কুম্ভক যোগ, একাসনোপরি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি করে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তব্ধ সভাতল সম।
বলিলা বিপিন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত ;—যথা পুরাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
'হায় রে ধর্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায়'—
যাহৌক, সৌভাগ্যক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রয়োজন না হইবে কভু,
মরমে পশিবে বস্তু জরজরি তনু।"
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন করকা-নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিল কথা,—
"ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত

কাহারো এ সভাক্ষেত্রে ; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার।
বিশাল ভারতক্ষেত্র, মাসাবধি যার
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সংকীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন্ অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,
হৃদয়ে থাকে হে যদি, শোণিত তাহাতে
জানিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার!
এ নিগড় খুলিবে না, দুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ ?" পুনঃ করতালি।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
হায়! শেল হানিয়াছে বাঙলার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধ্য বোঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হা ধিক্! হা ধিক্!
হা কষ্ট! হা দূরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি নাট্যকার,
তবু না ভাঙিল ঘুম অকালকুষ্মাণ্ড

কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে!
বিলম্ব না সহে আর।" বলিতে বলিতে
ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেইদিন হইতে তটস্থ
কম্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—"
বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে
উঠিলা সুরেশ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি, প্রশ্ন এক শুধাই এ স্থলে।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে;
স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার করে;
সম্মত হইনু যেন দূরিতে ইংরেজে;
নাহি যে শরীরে বল, তার কি উপায়?
সংখ্যায় ক'জন হবে বিদ্রোহীর দল?
কিংবা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে ত্যজিয়া
ইংরেজ চলিয়া গেল আপনার দেশে,
তখন কোথায় রবে ভারত-রাজত্ব?
হিমালয় কুমারিকা কেন রবে এক?
কে হবে ভারতপতি হিন্দু কি যবন?
পঞ্জাবী কি মহারাষ্ট্রী, সিন্ধিয়া নিজাম?

কে রক্ষিবে বহিঃ-শত্রু-আক্রমণকালে ?
দস্যু ঠগ নিবারণ কে করিবে তবে ?
কে রাখিবে ধন, প্রাণ, সতীর সতীত্ব ?
পথ ঘাট বাঁধাইয়া কে দিবে তোমার ?
করকচে মলা মাটি দেখিতে কুৎসিত,
রুচির লবণ কোথা পাইব তখন ?
কি খাইব, কি পরিব, বল দেখি ভাই ?
এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত !
ইংরেজ যাইতে যদি চাহে এই ক্ষণে,
পায়ে ধরি দশযুগ রাখিবারে হবে,
শিখাতে ভারতে শুধু ঐক্য কারে বলে,
শিখাতে, কেমনে হয় রাজত্ব-বিধান,
শিখাইতে পশুবল, নীতিবলে ভেদ,
শিখাইতে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ কেমন।
তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না,
আমাদের ইহ জন্ম প্রজাভাবে যাবে,
তবে কেন নিজ পায়ে মারিব কুঠার ?
রাজার কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?"

"লজ্জা ! লজ্জা ! ধিক্ ধিক্।" "দূর করি দাও"
"নিয়ম ! নিয়ম !" এক মহা গণ্ডগোল
উঠিল সে সভাতলে ; মারিতে চাহিল
সুরেশে কেহ বা তথা ; "এস না ? কেম—"
সুরেশ বক্তারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানিল।
কেহ বা উত্তর দিল, সকলে নীরব,
ক্রমে শান্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে।

আরম্ভিলা বিপিন আবার বলিবারে,

করতালি ঘন ঘন হৈল পুনরায়।
"শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তার সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি; কৌশলে কামান
ভোতাইতে পারা যায়; গোলার অনল
কৌশলে বরফতুল্য শীতলিয়া যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চ জন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন; যাহা হৌক সত্বর যাহাতে
পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অন্য হৌক বিবেচিত।"
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ করতালি-মাঝে।

দাঁড়াইয়া কহিলেন কামিনীকুমার,—
"দণ্ডাইনু দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ
সভার প্রস্তাব, যাহা করিলা বিপিন।
না অপক্ষ সমর্থন দুর্বল আমার,
প্রশংসে সবার কাছে প্রস্তাব আপনা।
কি ছার মিছার ভয় করিলা সুরেশ,

ডরি না তাহাতে আমি ; পারি যদি রণে
পরাভবি দেশবৈরী মৌরুসী দুশমন্
ইংরেজ-কর্বূরকুলে, যশো-বৈজয়ন্তী
উড়াইতে ফরফরি ভারত-আকাশে,
তবে সে সফল জন্ম। পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি ; কি ভয় হে তবে ?—
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে.
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক্ সকলে,
উঠ সবে, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ !"
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার
কামিনীকুমার পুনঃ গ্রহিলে আসনে।
কোন্ ভাবে কার্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথা
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন,
কোন্ কার্যে কোন্ জন হৈবে নিয়োজিত
প্রয়াণিবে কোন্ জন কোন্ অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ।
দংশিল রে কালফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ !—কে রক্ষিতে পারে ?
ভাঙিল ভুজংগ-সভা, সভ্য-ভুজংগমে
যে যার বিবরে গেল গর্জিতে গর্জিতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবিগুরু-পদে
বারবার ; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে,
দয়িয়া কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-রজঃ,
কবিত্বের চোরা-বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিঘ্নঝড়, পাড়ি জমি যায়
ভালয় ভালয়। হায়, সদা সশঙ্কিত
কবিত্ব-প্রবল-পদ্মা—তরিব কেমনে।
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম,
পুত্তলিকা হৈয়া চাহি বধিতে বারণে!
ললিত লবঙ্গলতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায়,
গোপিনীমনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায় রে কলম্ব-কুল মলম্বা অম্বরে
স্বম্বন স্বননে উড়ে যথা মধুমাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি লিখিয়াছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে
বর্ণনিব ভারতের উদ্ধার বারতা ?
কবিগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রয়াস,—ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি ;
 কিন্তু সে কি কবিগুরু, যার ধ্যান করি ?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ,

সমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন
মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু,
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীণ কিংবা ; কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব ?
আপনি লিখিব কাব্য পরিশ্রম করি,
সুযশ অযশ যাহা হইবে আমার,
অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাব্যয় মম,
তবে কেন অন্য জনে গুরু হেন মানি ?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান করিলাম কেন ?
সুধাও আমারে যদি, অবশ্য উত্তর
সন্তোষ-জনক তার প্রদানিতে পারি ;
'—গ্রন্থ-কলেবর শুধু করিতে বর্ধন'।
এখন(ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
সারাদিন খেলা-ধূলা নিতি নিতি করি,
ধাতার আদুরে মেয়ে, হাসিমাখা মুখে,
(অলকার পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু হেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা করে) শ্রান্তি দূর করে,
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমতি
ঘুমাইছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইহুদী জিনিয়া রূপে) দিবাভাগে যারা
লোক-লাজ হেতু থাকে অন্তঃপুর-মাঝে,
উন্মোচি গবাক্ষ যত স্বর্গ-নিকেতনে,

দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্যভূমি— না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি, নিদ্রা পরিহরি,
কোঁচান কাপড় কেহ, করি পরিধান,
পরিয়া পিরাণ, গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিরিল গহ হৈতে   হ য় রে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায়, জয় কোন্ ছার !
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে !
সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তারা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে

ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা ?
বিপিন বলিল, "ছাতু, খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি তায়, বলিল বিপিনে,
পরীক্ষিতে হবে ইহা, নতুবা ছাড়িয়া
দিব না একটি বস্তা। তথাস্তু বলিয়া
নিয়ম করিয়া পরে এক মাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগান স্থানে।
সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিস্টর ডনশ,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি, তার তথাপি সংশয়
না মিটিল। রসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তাদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া
বহু পরীক্ষার পরে ডনশ-সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল — 'দহ্যমান নহে'।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন

নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত উদ্ধার,
ভারতের অর্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত-সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুয়েজখালের ধারে অযুত গুদাম,
ভাড়া করি, ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।

হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থূল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নিরমাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।

চিতপুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটি তুলিবার ছলে সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তূপাকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশিযোগে
কেহ না জানিল বার্তা, না শুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে
সব কিনি, সল্‌তে তার ছিঁড়িয়া লইয়া,
পটকা লঙ্কা স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সল্‌তের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে।

দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্‌যোগ,
শেষ হৈল একদিন কার্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে উদ্‌যোগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

বাঙলার বিভাবরী হইল প্রভাত!
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙলা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবী আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ, আশঙ্কা, আশা, নৈরাশ্য পর্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী-কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি।
দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন বিশুষ্কমুখে, উঠিয়া বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে ; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি ; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা-মুখপানে চাহি,

জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে ;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলি ?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি প্রাণনাথ ! দেখি এ কি কুলক্ষণ ?"
উঠিয়া বলিল সতী, পতি-কর ধরি ;
"কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায় ; কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুরী তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।"
"তা নয় প্রেয়সি" ব'লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে, হায় রে যেমতি
নব-বর্ষা-সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি,
স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা-ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"

"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে, সর্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছ হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি তার উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, লব শিরঃ পাতি,
আমি তব চিরদাসী।" "ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম তুমি,—দর্শন, বিজ্ঞান
পড়াশুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে;
নিশ্চিন্ত যাইব রণে। উদ্যম ভাঙিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় নাই যদি তবে চক্ষে জল কেন?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়;
যাত্রাকালে নেত্রজল বাঙালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনো কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,

(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।”—বিপিন সম্মত।
এইভাবে সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ,
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে-ভাত ছুটো।
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।
আইল তাড়িত বার্তা—“ফেলা হইয়াছে,”—
বুঝিলা সে বীরবৃন্দ, নিরূপিত দিনে
পূর্বের সংকেতমত, সুয়েজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে সুয়েজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে ;
আনন্দে বিষম রোল হৈল করতালি,
“জয় ভারতের জয়” শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যত পথ রুদ্ধ এবে।
চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপরি

রঞ্জিত বাসন্তি রঙে, মদন-মূরতি
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণ-বাদ্য তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, ফ্লুট, বীণ, ঘুঙুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীমপিচকারী
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীরদর্পে,
কাঁপাইয়া শত্রুহিয়া কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভীদল গোষ্ঠের সময়ে।
গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি, অপূর্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্ধচন্দ্রপ্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে,
করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন-আদেশে,
প্রসারি দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার,
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
কলসে পটকা পুরি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিলা তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,

ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তারা, অদৃষ্টের বশে,
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতামিশ্রিত জলে পুরি পিচকারী
হানিল বাঙালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি, কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে ; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝকঝকি ঝলসিল বাঙালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ-ঝঞ্ঝনা
বাঙালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি ক্ষণিক।
সেনাপতি-আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙালী অর্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙালী,
অর্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সল্‌তে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
পটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ-
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া ক্ষিতি বিদারিয়া

গর্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা দগ্ধ করি,
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায় খক্ খক্ খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ংকর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালি-জলে পড়ে পিচকারী
কাতর ইংরেজ-কুল, স্খলিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।
সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবধ রমণী—
কাহারো চশমা চক্ষে, গৌন পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুঝিছে সুন্দর,
মখমলে উর্ণা-ফুল—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীর্য বাখানিছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখিছে নীরবে ;
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙালী উপরে।
ধন্য রে বাঙালী-শিক্ষা ! ধন্য রে কৌশল।
ধন্য রণ বাঙালীর ! ধন্য বীরপনা !
বিচিত্র সাহস তার কেমন বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য, দেখি বাঙালী-বীরতা।
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অর্ধদণ্ড কাল।

পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়" কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় অর্জিয়াছিল অলাবুর লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির।
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ-বাঙালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু-প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙালী সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষ্যি, অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্ হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,

উকিল সম্মতি দিল ; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া ;   থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
যে-যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙলা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত উদ্ধার যবে হৈল হেনমতে।
হউক্ বা না হউক্ ভারত-উদ্ধার,
চারি আনা পাই, সদ্য এই উপকার।
ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ
সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ

পাঁচু ঠাকুর

স্যর্ রিচার্ড টেম্প্‌ল্

(পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে না পারিয়া)

(একাকী)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে !
লঙ্ঘিয়া সাগর শুধু, লাভ মাত্র পোড়া মুখ,
দেখাব কেমনে ?
শুখাইল সব আশা, বাড়িল কেবল তৃষা,
মশা না মরিল, শুধু গালে চড়—এ কি দায় !
বাকী কি রাখিলি মন, প্রয়োজন অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
সরলতা সত্যকথা, মুহূর্তের তরে স্থান
পায় নাই চিতে।
সাধিলি রে কত ছলে, তোষিতে উভয় দলে,
সকলি বিফল হ'ল পরাণ ধরি কেমনে ?
রাজ্যপদ ছিল হায়, রাজটীকা ছিল ভালে।
লক্ষের টোপর।
কু-আশায় সব ছেড়ে, শেষে কি এ বিষ-ফোড়া
গোদের উপর !
হায় রে শ্মশান-ক্ষেত্র, এই কি দেশের মিত্র ?
ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট শেষে কি ছিল কপালে !

[পঞ্চানন্দ ওরফে পাঁচু ঠাকুর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ছদ্মনাম]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনটি প্যারডি

কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা॥

[গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে বল ভারত রে' গান অবলম্বনে]

বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয় !

[মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েক ছত্র অনুসরণে]

[চিরকুমার সভা]

রঙ্গ

এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোনপাপড়ি,
তাহার অধিক মিঠে কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি ॥
এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি,
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি ॥
এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত,
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত ॥
এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা,
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা ॥
এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না ॥

রাহু

মিঠে কড়া

বলিতে ললিত কথা
গাইতে ললিত গান,
লিখিতে ললিত গাথা
তুলিতে "তরল তান।"
হাসিতে মধুর হাসি,
নাচিতে পুলক ভরে,
কেমনে পারিব আমি,
সুকবি না হ'লে পরে।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে ;
তোরা কেউ কবি হবি ?
"কড়ি ও কোমল" পড়্
"পূরো সুর" চাস যদি।
পড়ে যা আমার টোলে
দেখে যা কবিত্ব নদী।
সে যে রবি—আমি রাহু,
তুল্যমূল্য সবাকার।
ধনী সে—দরিদ্র আমি,
সে আলো—এ অন্ধকার।

"মথুরায়"

মিশ্রকাফি—একতালা।

একে রবি তায় কবি,
তায় মথুরার ছবি
তায় প্রাণ খায় খাবি
বাঁশরী বাজেনা তায়
বাজ তোর পায়ে পড়ি
বাজরে কোমল কড়ি
কচুবনে গড়াগড়ি
নহিলে যাইবি হায়!
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম 'মথুরায়'

"ঙ" বন্দনা

কোথায় পাথর চাপা
সঙগোপনে ছিলে বাপা
এতদিন ছিল তব
বিরল প্রচার।
উন্নত সাহসী কবি
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
এত দিনে করিলেন
তোমার উদ্ধার

"সংস্কৃত" কথা ছিল
এবে সঙস্কৃত হলো
এইবারে মারা যাবে
আঙ্গ অনুস্বার ॥
রাঙা, ভাঙা, সঙগে রঙগে
নূতন এসেছে বঙগে
নবশোভা সর্ব অঙগে
বাঙলা ভাষার ॥

স্বপ্নদর্শন

গভীর নিশীথে হেন
স্বপন দেখিনু কেন
মরমের মাঝে যেন
কে গেল কি কহিয়া।
আতঙ্কে আকুল প্রাণ
মন করে আন্‌চান
কিসে পাব পরিত্রাণ
নাহি পাই ভাবিয়া ॥
কে যেন জগৎময়
কি যেন দেখালে ভয়
থরহরি সমুদয়
অঙ্গ উঠে কাঁপিয়া।
কে যেন আকাশ থেকে
আমার অদৃষ্ট দেখে
ভবিষ্যৎ খুলে রেখে
গেল এই বলিয়া :—
"শুন ওরে মূর্খ কবি

বগলে পূরেছ রবি
মিঠেকড়া নব ছবি
গিয়াছ রে আঁকিয়া।
নাশিতে তোমার জাড্য
রচনার পরিপাট্য
নূতন হেঁয়ালি নাট্য
রহিয়াছে হইয়া।
সেই সে মুষল যবে
'বালকে' বাহির হবে
কি করিবে তুমি তবে
মোটা বুদ্ধি লইয়া ?
ঠাট্টা হবে গাড়ীগাড়ী
হাসিবে ঠাকুরবাড়ী
ক্ষিতিতলে গড়াগড়ি
যাবে সবে হাসিয়া।
'হুওয়ো' দিবে ভূমণ্ডল
স্বর্গ আর রসাতল
গাইবে কিন্নরীদল
দুঃখ তব দেখিয়া।
এই বেলা সাবধান
দাও টেনে পিট্টান।
হরে লবে তব প্রাণ
দেবদেবী রুষিয়া।

["রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল কাব্য প্রকাশিত হইবার পর যাঁহারা এই নবীন রোমান্টিক কবির কাব্যের অভিনবত্বকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহাদের অন্যতম। প্যারডি ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় ইতিপূর্বে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার বিদ্রূপোদ্গার হইতে মুক্তি পান নাই। এখন কালীপ্রসন্ন 'রাহু' ছদ্মনামে মিঠে-কড়া লিখিয়া কড়ি ও কোমলের প্রতি শ্লেষবর্ষণ করিলেন।"]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে, "আমার রাধে বদন তুলে চাও",
আর রাধা বলে, "কেন মিছে আমারে জ্বালাও,
মরি নিজের জ্বালায়।"
কৃষ্ণ বলে, "রাধে, দুটো প্রাণের কথা কই",
আর রাধা বলে, "এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
সরো ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে, "সবাই বলে আমার মোহন বেণু",
আর রাধা বলে, "ওহো, শুনে আমি মরে গেনু,
আমায় ধরো ধরো।"
কৃষ্ণ বলে, "পীতধড়া বলে মোরে সবে",
আর রাধা বলে, "বটে, মোক্ষলাভ তবে,
থাক আর খাওয়া-দাওয়া।"
কৃষ্ণ বলে, "আমার রূপে ত্রিভুবন আলো"—
আর রাধা বলে, "তবু যদি না হতে মিশ্‌কালো,
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে।"
কৃষ্ণ বলে, "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা",
আর রাধা বলে, "ঘুম হচ্ছে না, এ ত ভারি জ্বালা,
তাতে আমারই কি।"
কৃষ্ণ বলে, "শুনি হরি লোকে মোরে কয়",
আর রাধা বলে, "লোকের কথা করো না প্রত্যয়,
লোকে কিনা বলে।"

কৃষ্ণ বলে, "রাধে, তোমার কি রূপেরই ছটা",
আর রাধা বলে, "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে,
সেটা সবাই বলে।"
কৃষ্ণ বলে, "রাধে, তোমার কিবা চারু কেশ",
আর রাধা বলে, "কৃষ্ণ, তোমার পছন্দটা বেশ,
সেটা বলতেই হবে।"
কৃষ্ণ বলে, "রাধে, তোমার দেহ স্বর্ণলতা",
আর রাধা বলে, "কৃষ্ণ, তোমার খাসা মিষ্টি কথা
যেন সুধা ঝরে।"
কৃষ্ণ বলে, "এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু"
আর রাধা বলে, "হাঁ আজ সাবান মাখিনি ত তবু,
নইলে আরও সাদা।"
কৃষ্ণ বলে, "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে",
আর রাধা বলে, "এসব কথা বললেই হত আগে,
গোল ত মিটেই যেত॥"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমরা ও তোমরা

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি—
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি
তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি
অমায়িক ভাবে গুছায়ে পাল্‌কি চড়ি
দ্রুত চম্পট দাও।

সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়—
আহা! যেন কতকাল চেনা;
তোমরা দোকানী স্যাকরা পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি'
নব-কার্তিক আর কি!—আদরে গলি'
'প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ' বলি—
কৃতার্থ করি দাও!

তোমরা অবাধে যা খুশী বলিয়া যাও
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি;
সদা সেই ভয়ে সারা হই।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি—
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী ;
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।

আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরি করি—
আর তোমরা কর গো আয়েস ;
আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই
আর তোমরা খাও গো পায়েস।
তথাপি যদিবা তোমাদের মনোমত
কার্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চলে যাও নেড়ে দিয়ে নথ,
অথবা মারিতে ধাও।

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
রোজ জ্বালাতন হয়ে মরি—
তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাকো
খাসা বেশবিন্যাস করি।
আমরা ছুটাকা-জোড়ার কাপড় পরি—
তোমাদের চাই সোনা দশবিশ ভরি,
বোম্বাই বারানসী বছর বছরই
তবু মন উঠে না ও।

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক হই।
আপিসে কাটাও তামাক, গল্প গুজবে,
পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
(শেষে) ক'রে গোটা কত সই।

দুধের সরটি ক্ষীরটি তোমরা খাও,
(আর) মোরা খাই তার দহি
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো,
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে আমরা বেচারি কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?

তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই ব্যাস—
(যাও) বসগে হাত পা ধুয়ে ;
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি কিছু
(তার) থাকে না ত দিয়ে থুয়ে।

তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী,
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
(শুধু) অন্নবস্ত্র বই।

তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে,
(তবু) সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;
তোমাদের চাই মেজ., সেজ্, খাস-কামরা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত না-মরা,
থিয়েটারে নাচে যাইতে তোমরা আমরা
(বুঝি) সে সময় কেহ নই।

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও
(তার) যাতনা আমরা সহি ;
পুত্রসাধটি তোমরা করিতে আগে,
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া হেলিয়া—
(তার) বকুনি আমরা সহি।

[রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের তোমরা ও আমরা কবিতার অনুসরণে]

ভৈরবী—দাদরা

বঁধু হে আর কোরো না রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাব, একথা না মূলে ভাব,
কখন আমি শুতে যাব, (তাই) ভাবছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ি, মেয়ে আছে জেগে—
দাসী কর্চ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে ;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশদশা, জানই ত প্রাণনাথ।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরি মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো ;
ওগো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাব কি ?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, হুঁহুঁ করে ভৈরবী ভাঁজছিল সে ;
তাই শুনে বাপ্—দুই তিন ধাপ, ডিঙিয়ে এলাম
মেরে এক লাফ্—
উপর তলায় যে খুশী সে যায়, ভুনিখিচুড়ি
যে খুশী সে খায় ;
সখী বল, আমি—আদা দিব কচু পোড়া খাব কি ?

রজনীকান্ত সেন

পুরোহিত

[সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

আমাদের, ব্যবসা পৌরোহিত্য,
আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী,
(তবে) হরি যজমানবিত্ত।

আমাদের, রুজি এ পৈতেগাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সেন্ দিয়ে,
ঠনঠনে নিয়ে আছি।

দেখ্‌ছ, অর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাটতে পেলেই তুষ্ট।

বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
প'ড়ে, আসিয়াছি চ'লে।

যদিও, ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু, "স্মৃতিশিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্ ভেড়ে ?
মুখের এমনি প্রতাপ !

আছে, ব্রতের একটি লিষ্টি
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি !
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি !

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা—
ঐ, মন্তর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন ক'রে আওড়াও,
দক্ষিণাটি ত' বাঁধা।

মোদের, পসার বিধবাদলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
মন্ত্র, যা' বলি চলে।

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

ঐ, "সিন্দূরশোভাকরং",
আর "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি 'দক্ষিণাবাক্য করং'।

বড়, মজা এ ব্যাবসাটাতে,
কত, কল্ যে মোদের হাতে,
ঐ, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে।

সাঁঝে,   একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান,   নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী তু'টো ফুল ফেলে দিয়ে,
তু'শো কালীপূজো করি !

পূজোর,   কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন,   হই যে বিকারগ্রস্ত !
পিতৃলোক সহ কর্তাকে করি
একদম্ নরকস্থ।

আমরা,   'ধর্মদাস দেবশর্ম' ;
আমরা,   বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম,
কিন্তু,   নিজের বেলায়, খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম ॥

ডেপুটি

[সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

আমরা,   'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal'
আমরা,   Criminal Benchএ "Danie'l,
আমরা,   আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Bloodhound কি Spaniel.

আমরা,   দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু   কাজে ভারি চট্পটে ;
যাঁহা,   এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট্ করে উঠি চ'টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয় ;
আর ঐ, 'হাম্‌বড়া' ভাব, মোদের অস্থি-
রক্ত-মাংস-পেশী-ময় ।

তু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত ।

বড়, কায়দা হ'য়েছে 'Summary',
ওহো ! কি কল ক'রেছে, আ মরি !
To record a deposition at length,
What an aweful drudgery.

ঐ, ফেলে Summaryর ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে ।

আমরা, ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি
আর, যেটা এজাহার-খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি ।

এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না-খালাস bailএ,
আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে ।

আর,   যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ   প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে,   আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্ধ।

কারণ,   খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন,   কর্তাটি ভারি জ্বলে ;
আর,   শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।

কিন্তু,   হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে,   বাঙালীর পিলে ফাটা—
কভু,   মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা ?

আর   ঐ মফস্বলে গেলে,
বেশ,   বড় বড় ডালা মেলে,
আরে,   প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটীটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ   কত্তাটি ভালবেসে,
যদি   কাণ ম'লে দেন ক'সে,
ঐ,   কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে হেসে।

এই   নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই   পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু,   দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ ॥

মোক্তার

['আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই'—স্থর]

আমরা, মোক্তারি করি ক'জন,
এই, দশ কি এগার ডজন,
কিন্তু, সংখ্যার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।

পরি, চাপকান তলে ধুতি,
যেন, যাত্রার বৃন্দেদূতী ;
আমরা, দৌত্যকর্মে পটু তারি মত
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত, ভাইসাহেব মক্কেল
তাদের কতই যে মাখি তেল,
আর, ছু'আনা, চার আনা, ছ'আনায়, করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।

যত, নিরক্ষর চাষাগুলো,
প্রায় দিয়ে যায় কলা মূলো,
দেখ, ক'রে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচার চরণধূলো।

কত মিষ্টি কথায় মাতিয়ে,
আর, ধর্ম-কুটুম পাতিয়ে,
ঐ, লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা থাকে নেই হাতিয়ে।

করি, জামিনের ফিস্ আদায়,
কভু, আসামীটে গোল বাধায়,
ঐ, বিচারের দিনে হাজির না হ'য়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভাল অকপটে,
যে বছরের শেষে পূজোর সময়,
মাইনে চেলেই চটে।

ছ'টো ইংরেজী কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammar খানি,
এই 'I goes', 'he come', 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

বলি, Your honour record see,
What, প্রমাণ against me?
এই doubt's benefit all court give
হুজুর not give কি?

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
বড় নগদ রয় না তাতে,
আমরা জমাখরচেই সব সেরে দেই
পণ্ডিত ধারাপাতে।

বলি, "মা'ত্তে দেখিনি কিরে?
বেটা কান ছ'টো দেবো ছিঁড়ে,
বল্, নিজের চক্ষে মা'ত্তে দেখেছি
দশ-বারোজনা ঘিরে"।

রাখি, জমা খরচটা মস্ত
তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
বাজেয়াপ্তিতে জলকেটে নেয়,
ছুগ্ধে পড়ে না হস্ত।

এখন, ভার হইয়াছে বসত,
প্রায় বন্দ হয়েছে রসদ,
মক্কেল, হাকিম, গিন্নি, চাকর,
সব মনে করে অসৎ।

গোপনে দিয়েছি খেয়েছি কত,
সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
এ হাতে দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
জেল হ'য়ে গেল কত!

সদর খাজনা না দিয়ে
ও সে টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
গরীব মালিকে কাঁদিয়ে।

আর বেশী দিন কই বাকি ?
শুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি ;
আমরা শিখিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি ?

তোমরা ও আমরা

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও;
আমরা ছু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।

আজ এ-বিপদ্, কাল ও-বিপদ্ করি' গো,
হাতের ছু'খানা গহনা ও টাকাকড়ি গো,
"না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো!"
বলি', ল'য়ে চম্পট দাও।

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রাত্রে ঘুরিবে,
কত পায়ে ধরি, শুনিবে না;
মদিরে অচিরে সাঙ্গ পাইবে, বলিবে,—
"সবি তোমাদেরি তরে দেনা!"
সুদিনে ঘেসিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো,
"চন্দ্রবদনি, আরকি!" সোহাগে গলি' গো,
"জীবিতেশ্বরি" "প্রিয়তমে" "সখি" বলি' গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও।

যখন যা আসে শ্রীমুখে বলিয়া যাও গো,
শুনে আমরা স্তব্ধ রই;
রক্ত-বর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
দেখে ভয়ে জড়সড় হই।

কথায় কথায় ধরণী ফাটাও রাগি' গো,
আমরাই যেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
পায়ে ধরি' সাধি অপরাধ-ক্ষমা-লাগি' গো,
তবু লাথি মেরে চ'লে যাও।

আমরা মাত্বরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি ;
আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা পোলাও দধি !
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,—
স্বাস্থ্যে হালুয়া-লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হ'লে—আ মরি ! কর কি সুভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড়্‌চাপড়টা দাও।

আমরা একটি চুলের বোঝার ভারে গো
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হ'য় না, থাক গো
সদা এলবার্ট টেরি করি'।
আমরা হু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,
তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চারু গো,—
তবু খুঁতখুতি মেটে নাও !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা !
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি
খাব বলি ; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী,
কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে ? জম্বুদীপ হৈল হরষিত !
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বি করি
আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল ; জগঝম্প বাজিল দেউলে।
সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
বোম্বায়ের আঁঠি ফেলি বিম্বৌষ্ঠী দৌড়িলা !
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রান্ডারী যত জজ ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাম্ব দ্বারকায়।

গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈ-এ!
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি!
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ হুম্বো চাষা-ছেলে সাজি
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে! গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব। হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু!
কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর, সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ
মন। হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন
ঈর্ষাবশে! হিংসাভরে রম্ভা হৈল বীচে।
কলম্বোর কুম্ভকর্ণ জাগিল; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুল্লমন
সম্বরা-সৌরভে। কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালী শম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে
দিগম্বর ববম্বম্ বাজাইলা গাল!
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু
সূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গৌরবে!
গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজ মনে
কোনদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে॥

[মধুসূদনীয় কাব্যরীতির অনুচিকীর্ষা]

[সুর—"I am a marvellous Eastern King"]

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হম্ !
রাজা ভড়ং !

গদি পাওয়াবধি খুব কড়া,
নিছি নিজ হাতে—গড়গড়া—হম্ !
রাজা ভড়ং !

মম কুল বুঝি সূর্যকুল—
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল-ভ্রম্ !
রাজা ভড়ং !

ঘোম্‌টা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপাটিয়া ঝম্ ঝমর—ঝম্ !
রাজা ভড়ং !

বিষম সমর জবর জং
ইঁদুর নড়িলে গা করে ছম্-ছম্ !
রাজা ভড়ং !

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি ঢেড়সের তরকারির—যম !
রাজা ভড়ং !

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পট্‌কা চম্—চম্ ?
রাজা ভড়ং !

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাই খাতির ;—
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং
রাজা ভড়ং !

জঙ্গলে থাকি জংলী নই,
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্ !
রাজা ভড়ং !

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্-টম্!
রাজা ভড়ং !

বিদ্যে "কুড়ো বা লিজ্যে" গো,
হুনর দেখাতে ইচ্ছা গো,—কম ?
রাজা ভড়ং !

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু,—
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্ !
রাজা ভড়ং !

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,
বাড়িয়ে চলেছি ওজনেই—হম্ !
রাজা ভড়ং !

মির্চা ছাতুতে কচরকুট,
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং !
রাজা ভড়ং !

ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং,
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্—নম্ !
রাজা ভড়ং !

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,
ভাড়াটে ভড়ং ও ভাঙেতে ভম্,
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশকই পোশাকী—রাজা ভড়ং।

সর্বশী

নিরামিষ নিমন্ত্রণে নাতিদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যাচারিণী সর্বশী !
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয়, জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি'
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লম্ফশূন্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে
তুষ্ট অষ্টমীতে
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা !

বাওয়া ডিম্ব-সম আহা ! আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উদিলে সর্বশী !
বঙ্গের সুবর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
ক্ষুরে ক্ষুরে ক্ষুধা-খণ্ড তৃষা-পিণ্ড ল'য়ে শৃঙ্গ পরে !
খুল্লনা লহনা দোঁহে বাগ্বিতণ্ডা বন্ধ করি স্বতঃ
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত বুভুক্ষা নিয়ত
করিয়া জাগ্রত।
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা।

ওই দেখ, হারা হ'য়ে তোমা ধনে রাধে না রন্ধসী,
হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্বশী!
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ি হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে!
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শশী,
পাকস্থল-বাসিনী সর্বশী!
তাই আজ নিরামিষ-নিমন্ত্রণ-আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার মহাবিরহের তপ্ত শ্বাস মিশে ব'হে আসে,—
পূর্ণ যবে পঙ্‌ক্তিচয় দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
ব্যা-ব্যা ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী
হায় সর্বনাশী!
তবু স্মৃতি-নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি'
সুমাংসী সর্বশী।

কেরানী স্থানের জাতীয় সঙ্গীত

[সুর—"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে"]

ধাও ধাও, চাকরি-ক্ষেত্রে
খাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা-তা,
রক্ষা করিতে পৈত্রিক কর্মে
শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।

কে বলো কাঁদিবে মানেরি কান্না
যখন মুরুব্বি চাকী বই চান্ না!
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ্ ঘড়ি বাজে কানে।
চলো অফিসে মুখে মাখিতে কালি!
জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

সাজে কখনো কি হীন দোকানে
পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়িপাল্লা?
পল্লী গ্রামে—বাবা!—পদ্মার পারে
হয়ে কেন চাষাভুষো মাঝি মাল্লা!
ডেক্স-নিবন্ধ রবে দরখাস্ত!—
যখন বেরুলেই কিছু কিছু আস্‌ত!
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ্ ঘড়ি বাজে কানে।

অফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,
মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি;
ডরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,
বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।
টিকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,
ছুরি, ফিতা, পেন্সিল ও পেন্সন্-লুব্ধ;
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ্ ঘড়ি বাজে কানে।

ধাও ধাও, চাকুরি ক্ষেত্রে
চেপে দাও বাহিরের কত দরখাস্ত,

পুণ্য-সনাতন পৈতৃক অফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত !
সে দরখাস্তে করি জুতা সাফ,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ !
সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্‌ ঢঙাঢঙ্‌ ঘড়ি বাজে কানে।
চল অফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

সতীশচন্দ্র ঘটক

সোনার ঘড়ি

গগনে উদিল উষা হ'ল ফরসা,
ঘরে একা বসে আছি, নাহি ভরসা,
রাশি রাশি ভারা ভারা বইপড়া হ'ল সারা,
ব্রীফ্ নাই পড়ি ধারা আঁখি সরসা;
পড়িতে পড়িতে বই হ'ল ফরসা।

একখানি ছোট মেস্ আমি একেলা,
চারিদিকে বকা ছেলে করে জটলা;
ত্যালে ঝোলে দেশী-আঁকা, কালীতারা কালিমাখা,
আমদানি নাহি টাকা প্রভাত বেলা,
চেয়ারেতে বসে তাই ভাবি একেলা।

পান খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে কে আসে দ্বারে
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে,
ভারি চালে চলে যায়, কোনদিকে নাহি চায়,
আশাগুলি নিরুপায় করে হাহা-রে,
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও বাড়ি কি দেশে
বারেক দাঁড়াও মোর নিকটে এসে;
যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুশী কেস্ দাও,
আগে তো তামাকু খাও ক্ষণেক বসে;
উপদেশ কিছু মোর লইও শেষে।

খাও খাও রাখ কেন মেঝের পরে ?
আছে কিছু ?   নাই বুঝি—দিতেছি ভরে ;
এতকাল পুঁথি খুলে, যা কিছু খেয়েছি গুলে
খাটাব তা বিনামূলে তোমারি তরে,
আমারে উকিল দাও করুণা ক'রে।

কেস্ নাই কেস্ নাই ছোট চাকরি,
মাম্‌লা বলুন দেখি কেমন করি ?
এত বলি ধীরে ধীরে গেল সে চলি বাহিরে,
শূন্য চেয়ারে আমি রহিনু পড়ি,
চেয়ে দেখি নিয়ে গেছে সোনার ঘড়ি ॥

আমার কর্মভূমি

ধনমান্য যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস্ আছে, সব আপিসের সেরা
ও যে   ইঁট পাথরে তৈরী সেটি, রেলিং দিয়ে ঘেরা।
(কোরাস্) এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি হানিকরা আমার কর্মভূমি ॥

কেরানী দপ্তরী তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে এমন মলিন মুখে ?
ও তার   বেলের ডাকে আঁতকে উঠি গভীর মনের দুখে।
(কোরাস্) এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি হানিকরা আমার কর্মভূমি ॥

এমন রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন ভর্ৎসনাহার,
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে ?
এমন কানের উপর হাত খেলে যায় মৃদু মধুর পাকে।
(কোরাস্) এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি হানিকরা আমার কর্মভূমি ॥

ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিশে দেহ কাবু,
এপ্রেন্টিস্ পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে ;
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টেবিল মাথায় দিয়ে।
(কোরাস্) এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি হানিকরা আমার কর্মভূমি ॥

কেরানীদের শীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ ?
চাকরী মা তোর চরণ দুটি নিত্য পূজা করি ;
আমার এই আপিসের কর্ম যেন বজায় রেখে মরি।
(কোরাস্) এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি হানিকরা আমার কর্মভূমি ॥

দুবুদ্ধি

কেন ভেঙে গেল ছাতি ?
আমি ঝড়ের মুখেতে ধরেছিনু তারে
পড়ে যায় যাতে হাতী,
তাই ভেঙে গেল ছাতি।
কেন পেকে গেল চুল ?

আমি   ছেলেবেলা হ'তে ফিলজফি পড়ে
করেছিনু বড় ভুল,
তাই পেকে গেল চুল।

কেন কেটে গেল গদী ?
আমি   ছারপোকা তার চাহি মারিবারে
ছুরি দিয়ে নিরবধি—
তাই কেটে গেল গদী।

কেন মুখে নাই তার ?
আমি   ব্যঞ্জনে ঝোলে বড় বেশী ঝাল
দিয়েছিনু লঙ্কার
তাই মুখে নাই তার।

[দুরাকাঙ্ক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শরতের বঙ্গভূমি

আজি কি তোমার বিধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, মলিন অঙ্গ
ভরে গেছে খানাডোবাতে।
পারে না বহিতে লোকে জ্বরভার
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর ;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।

জননি, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায় 'ভাণ্ডে ভবানী!'
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
দলে দলে ছুটে ভলান্‌টিয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত আনিতে লবণে।
জননি, তোমার চির চাঁদাখাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে।

গুলি' কাদাপাঁক করেছ বেবাক্
জলাশয় ঘোলা-বরণী
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বনজঙ্গলা ধরণী।
ঘরে দ্বারে আর ঝোপেঝাড়ে বনে
বাঁশি বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পেটে মুখে নাকে
মশক মশকঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বনজঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে,
কুটীরে কুটীরে নবনব ব্যাধি
নবীনজীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা ওঠে ক্রন্দন,
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন,
যমদূতচয় মুঠামুঠা লয়—
পড়ে পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।

ও ঘর হইতে আয় হামা দিয়ে
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে,
কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়
খুদকুঁড়া খায় খুঁটিয়া ?
ভিক্ষাঅন্ন বাঁটিছে জননী,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টকমালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি ;
তালিমারা মেঘে আঁকাশ-আঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন শিকল বিকল চরণে,
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি !

[মরুশিখা—১৩৩০-৩৪ সাল]

সরল চণ্ডী

পুরাকালে সুরপুরে বেধেছিল সুরাসুরে
রাজ্য লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব,
ভীষণ মহিষাসুর সুররাজে করি দূর,
স্বর্গের গেট্ করে বন্ধ।

রবি শশী যমরাজ ত্যজি পুরাতন সাজ,
শিরে ধরি অমরারি পাক্‌ড়ি,
ঘরবার রাখিবারে দৈত্যের দরবারে
নিয়ে নিল ভাল ভাল চাকরি।
লভি ইন্দ্রত্বম্‌ দৈত্য হয়ে গরম
চালাইল চাবুক ও তয়ফা ;
দেবগণ মুক্তির করে যুক্তিস্থির
দাসত্ব কত কালই সয় বা ?
হোথা বীর সুরপতি ঘুরে দুঃখিত মতি,
অপ্সরী-সুধা-রতি পায়না,—
ত্রিভুবন হেঁটে হেঁটে অবশেষে কেঁদে কেটে
ভবানীচরণে ধরে বায়না—
মা-গো, মা-গো, জাগো—জাগো
দৈত্য মারিয়া রাখো স্বর্গ,
নহে,—তেত্রিশ কোটি তোর পায়ে মাথা কুটি'
অমর মরিব আজ সর্ব।
স্তুতিপ্রবুদ্ধা শিবা সংক্রুদ্ধা
গর্জি কহেন—শুন সুরনাথ !
মারিতে অমর অরি বলো কি উপায় করি ?
সবই আছে শুধু মোর নেই হাত !
প্রণমি ইন্দ্র কহে, অনুতাপে তনু দহে,
দনুজের সহ তুমি যুঝ মা !
মোরা পাঁচজনে মিলে নিজ ভুজ কাটি দিলে
আপনি হইবে দশভুজ মা।
শুনি চণ্ডীর তোষ, দানবের গ্রহদোষ
ভাগ্য-কলসী চিরছিদ্রা—

মায়ের সাহস পেয়ে স্থরপতি নেয়ে খেয়ে
বহুকাল পরে দিল নিদ্রা।
শিব কন—শিবানি! শুনিলাম কি বাণী?
আমার মহিষে নাকি মারবে?
পরম সে শৈব, আমি পিছে রৈব
তুমি তার কি করিতে পারবে?
শিবানী কহেন হেসে— সত্য ক্ষেপিলে শেষে
তোমার ভক্তে আমি মারিব!
স্থখে-ঐশ্বর্যে সে তোমা ভুলেছে যে,
তাই আজ তারে আমি তারিব।

শিবসনে করি রফা সারিতে মহিষ দফা
ধরে দেবী দশভুজা মূর্তি,
দৈত্যের হল ক্ষয়, বকলমে রণজয়
করি দেবগণ করে ফুর্তি!
একথা জগজ্জন হয়েছে বিস্মরণ
একথা মা নিজে গেছে ভুলিয়া,
শুধু এ শক্তিবীজ বাঙালী করিয়া নিজ্
বিজয়ায় ভাঙ্ খায় গুলিয়া!
শাস্ত্র পুরাণ গাথা সত্য কি মিথ্যা তা
অধম হাতুড়ে কবি কি জানি?
বাঙলার হাওয়াজলে যে কথা ভাসিয়া চলে
সেইকথা পাঁচালিতে বাখানি
মনে ভাবি মায়ের বাঁ-পাখানি॥

[চণ্ডীপুরাণের রীতির অনুকরণে]

ঝরিছে শ্রাবণধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

বিধবা ভিখারী পাঁচী, একটি ছেলে—
তার ভালে জুটিল না ঢোঁড়া কি হেলে ;
খাঁটি বামুনেরই শাপ,
কাটিল কেউটে সাপ,
যেদিন ছদিন পরে পথ্য পেলে,
ঢ'লে প'ল মা'র কোলে মায়ের ছেলে।

পথ্য পায়নি আজ, পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি সে বেঁচে যেতো।
ছাইকুড়ে মানতলে
দীনের ফসল ফলে,
তাই তুলে চালেজলে সিজায়ে খেতো।
পাঁচী যদি শুখাকাঠ কুড়ায়ে পেতো।

শুখাকাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়—যার যবে বরাত খোলে।

আনন্দে ভুখাছেলে
ছেঁড়াকাঁথা টেনে ফেলে
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে যেমনি তোলে,
'মাগো!' বলে ছুটে এসে পড়িল ট'লে।

চেপে নামে বারিধারা উপঝর্রণ,
পাঁচীর চ্যাচানি আদি হ'ল অকারণ।
স্থির হয়ে অবশেষে
ব্যাপারটা বুঝেছে সে,
তবু বেহুলার কথা হইল স্মরণ।
বিধবা মায়ে কি মানে ছেলের মরণ?

মরা ছেলে কোলে পাঁচী ঘরে একেলা
অকূলে ভাসিয়ে দিল কলার ভেলা!
বাদলায় বাদলায়,
দিন যায়, রাত যায়,
মরণবিজয়ী প্রেম খেলিছে খেলা;
মেঘ আড়ে ফাঁকি দেয় শ্রাবণ বেলা।

যে ছুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে,
পৌঁছে না আত্মার উপর-থাকে—
সে ছুখের পারাবার
পাঁচী কি হয়েছে পার?
যে-পারে বসিয়া কবি এ ছবি আঁকে;
সেথা সে পৌঁছেছে কি? শুধাই কাকে?

[সোনার তরী কবিতার ছন্দোরূপ অবলম্বনে]

কালিদাস রায়

দুটি গান

কেন বঞ্চিত হ'ব ভোজনে ?
মোরা কত আশা করে নিজ বাস ছেড়ে
খেতে এসেছি এখানে কজনে।
ওগো, তাই যদি নাহি হবে গা,
এতকি গরজ তোমার বাড়িতে
ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?
হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?
তবে তাড়াতাড়ি 'পাত কর' বলে ডাক
তব আত্মীয় স্বজনে ॥

মোরা শুনেছি তোমার বাড়ি,
চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু
এনে দেয় হাঁড়ি হাঁড়ি।
তুমি পাবনা হইতে দধি ভাঁড় ভাঁড়
গয়া হ'তে প্যাড়া এনেছ দেদার,
একি সবি মিছে কথা ? দিও নাকো ব্যথা
মোরা খাব না ত বেশী গুজনে ॥

[রজনীকান্তের—কেন বঞ্চিত হবো চরণে...]

২

যদি ধন দিলে না গাঁঠে
কেন, সারা শহর ভরে দিলে এত দোকান পাটে ?
কেন, মিঠাই মনোহরা এত ফলে বাজার ভরা ?
কেন, বড় বড় রোহিত মৎস্য মেছুনীরা কাটে ?

যদি ধন দিলে না গাঁঠে,

কেন,　সিনেমাহল গড়লে এত হেথায় হাটে বাটে।

কেন,　বসনভূষণ খাসা,　এত শো-কেসে রয় ঠাসা ?

কেন,　এত মোটর পথে এবং খেলা মেলার মাঠে ?

[রবীন্দ্রনাথের—যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে···]

কেরানীর রানী

যখন সখন গৃহিনী গরজে বরিষে বকুনিধারা,
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া।
রক্তিমাধরে অধীর রাগে তাহার আননখানি
সতত কুঠার-পাণি সে যে গো আমার নিঠুরা রানী ॥

জ্যোৎস্না নিশীথে তাহার সকাশে পরাণ বেহাগ গাহে,
ত্রস্তে স্মরি যে শ্রীহরি, ঘরণী যেমনি গহনা চাহে।
তখন তাহার চরণে বিরাজ আমার চতুর পাণি,
আমার কুটির-রানী—সে যে গো আমার হৃদয় রানী ॥

আপিসে হোটেলে বাজারে গঞ্জে সকাল বিকাল সাঁঝে
তাহার ভ্রূকুটি কাঁপায় হৃদয়ে, আর তো সকলি রাজে।
সাহেবেরো তাড়া চেয়ে হায় তারে বড়ই কঠোর জানি,
আমার কাঠের ঘানি সে যে গো আমি তা একাই টানি ॥

বহুদিন পরে করেছি আবার এবার ছুটির দাবি।
দেখিব হরষে বধূরে সাদরে হইয়া অধীর ভাবি।
শুনিব কলহ রাসভ কণ্ঠে শাসনপ্রখর বাণী।
আমার ছুটির রানী সে-যে-গো মূর্তা বিদায়-রাণী ॥

[দ্বিজেন্দ্রলালের 'যখন সঘন গগন গরজে' অবলম্বনে]

প্রভাতকিরণ বসু

ক্যালকেশিয়ান

কথায় যাহারা তুবড়ি ছোটায়, হুজুগে যাহারা মাতে,
অফিসে খাটুনি ছাড়া মেহনত সহে না যাদের ধাতে,
মুখে সিগারেট, পায়ে নিউকাট্, চুলগুলি ব্যাকব্রাস,
গিলেহাতা পাঞ্জাবি গায়ে চেহারাটা ফার্ষ্টক্লাস,
এক মিনিটেই চিনিবে তাদের, দেখিতে শিখেছ যারা—
অদ্ভুত চীজ্ এ কলিকাতার ক্যালকেশিয়ান তারা।

বাঁকুড়া, বগুড়া, ঢাকা, কি কটক, পাটনা, চাটগাঁ, উলো
যে দেশেরি হোক, কেবল হলেই বাঙালী কতকগুলো—
এ শহরে কেনা চামরমণির দানাটি পড়িলে পেটে,
ফটকিরি দেওয়া কলের জলেই সব দোষ যায় কেটে,
সেলুনের ক্লিপে মসৃণ ঘাড়, মুদ্দফরাস পারা—
কলকাত্তাই ভাষা শিখে হয়, ক্যালকেশিয়ান তারা।

ছুলিয়া ছুলিয়া চলিবে তখন, হাসিবে মেয়েলি ধাঁজে।
জর্জেটপরা তরুণী হেরিলে থামিবে পথের মাঝে।
গাঁয়ে যারা চলে মাথা নিচু করে, হেথা যায় গায়ে ঢলে।
Forward মন, Onward গতি, ক্যালকেশিয়ান বলে।
চেনা যায় নাকো কোন্‌টা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র কারা,
ধুতি পাতলুনে সকলে সমান, ক্যালকেশিয়ান তারা।

কানে দোলে ছুল, খাঁটি বুলবুল কণ্ঠে আলাপ করে,
শ্যাম্পুতে চুল রুক্ষ বাতাসে মুখে উড়ে এসে পড়ে ;
সধবা কুমারী চেনা যায় নাকো সবারি মাথা যে খোলা,
ঘুঙুর কাঁটায় খোঁপা দেখা যায় মনে দিয়ে যায় দোলা,

মুখপানে চেয়ে না দেখিলে চটে, দেখিলেও রেগে সারা—
হিলতোলা জুতো, আলতাও পায়ে—ক্যালকেশিয়ান তারা।

সুতানুটি আর গোবিন্দপুরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
কজন বা তারা ? ষাট লক্ষের জনতায় কোণঠাসা।
এলো মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, উড়িয়া, বেহারী ও মাদ্রাজী,
এলো পাঞ্জাবী, এলো চীনাম্যান লুটিয়া লইতে বাজী,
তাহাদেরি সাথে ভাঙি ছুই হাতে সাতপুরুষের ধারা—
দেশ ছেড়ে যারা জমে গেল হেথা—ক্যালকেশিয়ান তারা।

গাঁয়ে ঘরে ঘরে, প্রদীপ জ্বলে না ম্যালেরিয়া বাসা নিলো।
স্নিগ্ধশীতল সিনেমার হল সেকথা ভুলিয়ে দিলো।
কে দেখে চণ্ডীমণ্ডপ, আর কে রাখে কাহার ভিটা,
সাপ কি বিচ্ছু কোন ভয় নেই, ভালো চৌরঙ্গীটা।
চলো চাঙোয়ায়, অনাদি কেবিনে—ঘোরে যত দিশেহারা।
সাঙ্গুভ্যালিতে রাজনীতি করে—ক্যালকেশিয়ান তারা॥

পরিমল গোস্বামী

২২শে শ্রাবণ স্মরণে

তুমি যদি রইতে বেঁচে আমাদের এই কালে
বলতে পারি কি যে এখন ঘটত তোমার ভালে।
দেখতে তুমি অবশেষে তোমার বঙ্গজননী সে
লাঞ্ছিত হয় অবাঞ্ছিত নরপশুর হাতে।
মানুষ মরে হাজার হাজার খাদ্য হরে কালোবাজার
জীবনতরী আর বহে না মন্দাক্রান্তা ছাঁদে।

দেখতে হত দাঙ্গাবাজি সকল ভারত জুড়ে,
অন্তরীক্ষ আঁধার করে শকুন বেড়ায় উড়ে।

তুমি যদি থাকতে বেঁচে আমাদের এইকালে
চিন্তামূঢ় রইতে চেয়ে হস্ত রাখি গালে।
ধ্বনি শুনে 'লড়কে লেঙ্গে' মিলনস্বপ্ন যেতো ভেঙে
দেখতে হতো দেশের মাটি রক্তস্রোতে ডোবে।
র‍্যাথবোনেরা বিদায় বেলায় দিল ঠেলে পাঁকের তলায়
তোমার স্বদেশ, যেমন তুমি বলেছিলে ক্ষোভে।
সেদিন হতে খণ্ডিত দেশ, শান্তি উধাও, কবি
তুমি যেমন এঁকেছিলে ফুটল না সে ছবি।

তোমায় যদি বাঁচতে হতো আমাদের এইকালে
দেখতে হত গান্ধিহত্যা আটচল্লিশ সালে।
দেখতে, সকল বিশ্ব জুড়ে শান্তিবাণী হাওয়ায় উড়ে
ইউ. এন. ওর নূতনবাণী শুনতে শ্রবণ পাতি।
মানবনীতির কবর পরে কূটনীতির ধ্বজা ওড়ে
রাতকে যাহা দিবস করে দিবস করে রাতি।
হিংস্রবাণী ব্যঙ্গ করে শান্তিবাণীটিরে
চণ্ডধর্ম আসর জমায় বদ্ধমুষ্টি ঘিরে।

তোমায় যদি চলতে হত আমাদের এইকালে,
পাগল হয়ে ঘুরতে বোধহয় খাওয়া পরার তালে!
কাব্যলেখা যেত চুলোয় একতারাটি লুটতো ধূলোয়
নতুন গানে যোগ হতো না একটি নতুন আসর।
মোটের উপর দিনেরাতে ছটাকচালের ভাতের সাথে
হজম করতে হ'তো তোমায় অর্ধছটাক কাঁকর।

তাইতো তোমায় স্মরণ করে গর্বে বেড়াই নেচে
আমরা মরি, নাইকো ক্ষতি—তুমি গেছ বেঁচে।
তোমার চোখে-দেখা জগৎ আকাশ বাতাস প্রান্তর পথ,
কল্পনাতে আজও আমরা দেখি তাহার ছবি।
কিন্তু মোদের কালের গ্লানি এই যে ইতর হানাহানি
তোমায় দেখতে হয় না তোমার ভাগ্য, মহাকবি!
উঠছে গরল বর্তমানের সকল সাগর সেঁচে
আমরা তাতে তলিয়ে যাব, তুমি রইবে বেঁচে।

জীবনময় রায়

মৎকুণ

১

জৈবাতৃক গর্ভলীন—ক্ষপার্ধ উদ্‌গাঢ় অন্ধকার,
গর্বিত গীর্বাণগণ শৈরিভে ঝাঁপিল ধ্বঙ্ক্ষিমালা,
তন্দ্রাহীন ঋভুক্ষিণ্ স্ফূর্জথুর ইরম্মদজ্বালা
বিস্তারিল ব্যোমব্যাপী ;—খণ্ডপশু উদ্গারে হুঙ্কার।
স্তনয়িত্নু জ্বালাচ্ছন্ন—মুহুর্মুহু হানিছে হ্লাদিনী
অম্বরে পিশঙ্গদ্যুতি ;—ত্র্যম্বক তাণ্ডবে মত্তপ্রায়,
নির্বাধ ক্রব্যাদকুল বিজ্রিম্ভিয়া বক্ত্র রক্তভায়
সঞ্চরিছে কেকরি' প্রাপণ। নর্ম-উন্মাদিনী
ক্রন্দিছে নন্দনভ্রষ্টা ক্রশিষ্ঠা ক্লিন্নাক্ষী স্রস্তবাস।
বিষ্ণুপদপরিব্যাপ্ত ক্রুষ্টনাদে শুম্ভি' বিশ্বম্ভরা
প্রভঞ্জনে সম্ভাষিতে কাদম্বিনী আজি স্বয়ম্বরা।
কম্বুঘোষে নিনাদিয়া দিঙ্‌মণ্ডল ফুৎকারে প্রশ্বাস।
অম্বর সম্বিতহারা। অনোকহ-অংঘ্রি-উৎপাটনে

মত্ত ঝঞ্ঝা। কঠিঞ্জর, প্রাক্ষ, পিচুমর্দ, করঞ্জক,
ফঞ্জিকা, মঞ্জিষ্ঠা, গুন্দ্র, ভণ্ডিরী, ভুরুণ্ডী, কুরুণ্টক
ফুর্জথু, কর্কন্ধু, ভব্য, কুম্ভীনীর উরঃ উদ্‌ঘাটনে
আন্বীক্ষিকীরণে হানে পরস্পরে উপোদ্‌ঘাত ভীম।
কুদ্দাল, কুঞ্জরাসন, কন্দরাল, কৈটর্জ, সর্জক,
বিকঙ্কত, নদীসর্জ, গোড়ুম্বর, ইজ্জল, অর্জক,
স্থিরায়ু-শাল্মলী মাতে রণরঙ্গে দীর্ঘ দ্রুকিলিম।

২

গৃহদুর্গ অর্গলিয়া বুদ্ধে চিত্র-শিখণ্ডিজ প্রায়
স্মরিনু বৃঞ্জিনধ্বংসী অর্কবন্ধু করুণা-কাণ্ডারী,
তিষাম্পতি, লেখর্ষভ, ঐলবিল নিলিম্প-ভাণ্ডারী,
উপবর্হে ন্যস্তি মূর্ধা পদ্ম লভি পর্যঙ্ক শয্যায়।
মুহূর্তে অম্বর ভেদি' উদেঘাষিল ঘোর ঘোণাধ্বনি—
গম্ভীর ঘর্ঘর-নাদ। কৃকাটিকা বঙ্কিমিয়া সাথে,
তুণ্ড-গণ্ড-মুণ্ড-কণ্ঠ নিকুরুম্ব সে তাণ্ডবে মাতে
বৃংহিত হ্রেষায় গর্জে যাপে যেন বিপ্লব পার্বণী।
উন্দরু, গিরিকা, শিলী নীলঙ্গু, গন্ধোলী, কৃকলাস
গণ্ডুপদী নৃত্যগুঞ্জে আরম্ভিল অবস্কর যাগ,
ঝিল্লিক ঝঙ্কারি উঠে কপোতী বিস্তারে পূর্বরাগ,
উর্ণনাভ একা রচে ঘূর্ণীপাকে বর্বণার ফাঁস।
অকস্মাৎ শঙ্কুবৎ, কুক্ষিদেশে, প্রগণ্ডে, কূর্পরে
অবলগ্নে, কটিপ্রোথে, ত্রিকভাগে, অংসে ঘুটিকায়
ক্ষ্বেড়বহ্নিজালাবৎ ধ্বাংশভেদী বিদ্যুৎকষায়
জর্জর দুর্জয় বপু খল্লকের শরারু খর্পরে।

কুর্দিয়া ঘুর্দিয়া পড়ি উর্বীপরে—উপমর্দি নিদে ;
কর্করী-অর্ণশ সিঞ্চি—শঙ্কুবিদ্ধ উদ্দীপ্ত শরীর।
উৎকুণ-ঋষভ, বজ্রী, হে মৎকুণ এ মর্ত্য অরির
লহ বাবা দণ্ডবৎ—জ্বলে মরি পানি দে পানি দে।

"ভাদ্র ১৩৩৫-এ, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবাসীতে "কুক্কুট" নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। তাহার ঝঙ্কারপূর্ণ দুরূহ শব্দের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করেন। তাঁহার কবিতার শেষ কথা ছিল 'বাণী দে, বাণী দে'।"

"আভাস॥ বাহিরে—চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। রাত্রি গভীর অন্ধকার—ঝঞ্ঝাময়ী। বিশাল বিটপীকুল পরস্পরের অঙ্গে শাখাবাহু হানিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত।

ভিতরে—গৃহ অর্গলরুদ্ধ করিয়া দয়াল বুদ্ধদেব ও আকাশবিহারী ইন্দ্রকে স্মরণ করিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিয়াছি। নাসাধ্বনি ঘোলের হাঁড়ির মত মন্দ্রিত হইতেছে। ইন্দুর, টিকটিকি, পতঙ্গ, কীট প্রভৃতি গোপন রাগ সুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ নিদ্রাকে বিচূর্ণ করিয়া সর্পদংশনজ্বালাবৎ সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। কবি তাই মৎকুণদেবকে প্রণাম করিয়া 'পানি দে পানি দে' বলিয়া চিল্লাইতেছেন।" [শনিবারের চিঠিতে প্রকাশকালে সম্পাদকের সংযোজিত পাদটীকা]

শব্দার্থ

জৈবাতৃক = চন্দ্র
গর্ভলীন = অস্তে গিয়াছে
ক্ষপার্ধ = মধ্যরাত্রি
গীর্বাণ = দেবতা
শৈরিভে = আকাশে, স্বর্গে
ধৃষ্ণিমাল = আলোকমালা
ঋভুক্ষিণ = ইন্দ্র
স্ফূর্জথু = বজ্রধ্বনি
ইরম্মদজ্বালা = বিদ্যুৎদীপ্তি
খণ্ডপর্শু = মহাদেব
স্তনয়িত্নু = মেঘ
হ্লাদিনী = বিদ্যুৎ
পিশঙ্গদ্যুতি = নানা রংএর দীপ্তি
ত্র্যম্বক = শিব
ক্রব্যাদ = মাংসাশী জন্তু
বিজিম্বিয়া = হাঁ করিয়া

রক্তভায়—রক্তবর্ণ ভাতিতে ; যে বক্ত্র বা মুখ জন্তু মারিয়া খাওয়ার জন্য লাল হইয়াছে
কেকরি=টেরাইয়া
প্রাপণ=চোখ
নর্ম উন্মাদিনী=প্রমোদ-বিলাস-উন্মাদিনী
ক্রশিষ্টা=অতি কৃশা
ক্লিন্নাক্ষী=সিক্ত চক্ষু
ক্রুষ্টনাদে=ক্রন্দন রবে
বিশ্বম্ভরা=পৃথিবী
অনোকহ=বৃক্ষ
অংঘ্রি=পা
কঠিঞ্জর=পলাশ গাছ। (প্লাক্ষ ; পিচুমর্দ ; করঞ্জক ; ফঞ্জিকা ; মঞ্জিষ্ঠা ; গুন্দ্র ; ভণ্ডিরী ; ভুরুণ্ডী; কুরুণ্টক ; স্ফূর্জথু, ভব্য; কুম্ভীনীর; এইগুলিও সব গাছের নাম)
উরঃ উদঘাটনে=হৃদয় বিদীর্ণ করিতে
উপোদঘাত=বিরুদ্ধ তর্ক (কুদ্দাল ; কুঞ্জরাসন ; কন্দরাল ; কৈটর্জ ; সর্জক ; বিকঙ্কত ; নদীসর্জ ; ইজ্জল ; অর্জক ; শাল্মলী ; দ্রুকিলিম—এইগুলিও গাছের নাম)
বুদ্ধে চিত্র শিখণ্ডিজ=বুদ্ধিতে বৃহস্পতি
বৃজিনধ্বংসী=পাপহারী
অর্কবন্ধু=বুদ্ধদেব
তিষাম্পতি=সূর্য
লেখর্ষভ=দেবতাশ্রেষ্ঠ
ঐলবিল=কুবের
নিলিম্প-ভাণ্ডারী=স্বর্গের ভাণ্ডারী
উপবর্হ=বালিস
পদ্মলাভ পর্যঙ্ক শয্যায়=খাটে 'শয়নে পদ্মলাভ' করি
ঘোণা ধ্বনি=নাকের ডাক
উন্দুরু=ইঁদুর (বড়)
গিরিকা=নেংটি ইঁদুর
শিলী=ছোট ছোট পোকা
নীলাঙ্গু=কৃমি
গন্ধোলী=বোল্‌তা
কৃকলাস=কাঁকলাস, গিরগিটি
গণ্ডুপদী=নানা ধরনের ছোট পোকা
অবস্কর=ঝাঁটা দ্বারা যাহা সাফ করা হয়
বর্বণা=নীলবর্ণ মাছি
প্রগণ্ড=কনুয়ের উপরিভাগে
কূর্পর=কনুই
অবলগ্নে=দেহের মধ্যভাগে
ত্রিক=শিরদাঁড়ার নিম্নতম অংশ
অংস=কাঁধ
কটিপ্রোথে=কোমরে
ঘুটিকা=গোড়ালির গাঁঠ
ক্ষ্বেড়=বিষ
শরারু=হিংস্র
উর্বী=পৃথিবী
কর্করী=জলপাত্র, গাড়ু
শঙ্কুবিদ্ধ=শূলবিদ্ধ

বনফুল

শালা

সামান্য মানুষ নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা,
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহুবার দেখেছি তোমাকে
রচিয়াছি তব জয়-মালা।
বহুবার করে গেছ অকিঞ্চন-চিত্ত পরশন
সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,
প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ,
সে বাণীর জ্বালা
বহু করতালি-যোগে প্রাণ মম করি ধরষণ
কর্ণ-দুটি করিয়াছে কালা।
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা॥

কখনও বা শ্মশ্রুগুম্ফে আবরিয়া ও চাঁদবদন,
জটা-মৌলি গুরু-বেশে অঙ্গে দেহ গৈরিক বসন,
(নির্ভেক নির্ভীক কভু!) সানুগ্রহে ভক্তের সদন
করিতেছে আলা
আত্মার অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, গান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্মিক শালা॥

কুর্দনে, নর্তনে, লাস্যে লক্ষজনে লাগাইয়া তাক
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক

গুণ্ডা-বেশে, কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা।
পিতৃধন ধ্বংস করি ছাত্রছাত্রী দেখিছে অবাক,
নাবালকে ভাঙিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিস্ট শালা॥

উৎসর্গিয়া আপনারে কখনও বা শিল্প-পাদমূলে
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তার সমাপিছ সর্ব-দ্বিধা ভুলে।
সার্থক ধরেছ তুলি! ক্রমাগত রং গুলে গুলে
হে শিল্প-দুলালা,
কণ্ডুয়ন-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে আঙুলে
আঁকিছ নিতম্ব-স্তন-মালা!
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা॥

নির্লিপ্ত উদোর পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে
সাহিত্য রচনা করি শুনাও তা ক্ষেন্তি বা ভুতোরে;
কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুধার্ত্ত উদরে,
রসনায় লালা
কন্টিনেণ্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে ছুতোরে
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-বালা!
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা॥

কখনও উকিল বেশ! (মূর্খ জনে কহিবে বঞ্চক!)
অনর্থ-কে অর্থ-যোগে নানা গর্তে করিছ সার্থক!
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহাচিকিৎসক,
কভু বাড়িওয়ালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে, মঠে, সর্ব ঘটে হে পরম বক,

নানা পুষ্পে ভরিতেছে ডালা!
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা॥

অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গিতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে,
কর্ণের পটহ ভেদি ধৈর্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে,
প্রাণ ঝালাপালা,
শ্মশানে, মশানে, রণে, পরাজয়ে, বিজয়ে, সন্ধিতে,
চলিয়াছে বেস্থরো বেতালা,
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা॥

হে মোর আসল শালা, হে প্রাকৃত নির্জলা, নির্ঘাত
তোমারে বলিনি কিছু (ভাষা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ),
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ,
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা হস্তে ছুটে যাই! কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাসি-ঢালা!
হে শ্যালক, হে আদত শালা॥

দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একই স্থুরে ঢালা।
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই, ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই, আনো ছালা ছালা!"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা॥

অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অ-শ্যালক বেশে,
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্তি বাহিরায় এসে

আত্ম-বন্ধু-পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা—সব শালা !
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
দুনিয়ার যত নদী-নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা ॥

বিনামা

১

অয়ি জুতা, হে পাদুকা, হে বিনামা, চরণ-সঙ্গিনী
তোমারে ঘিরিয়া আজি কল্পনা যে হয়েছে রঙ্গিণী
কোরো তারে ক্ষমা
নানা ভাবে, নানা পদে, নানা ছন্দে তোমার বিহার
জানি না তো কোন বর্ণে করিব যে বর্ণনা ইহার,
অয়ি অনুপমা।

২

শত-তালি-ছিন্ন-বেশে যে দুর্ভাগা দরিদ্র-চরণে
মূর্তিমতী সেবা-রূপে জড়াইয়া আছ প্রাণপণে
কড়াগুলি চুমি
তাহারই পৃষ্ঠের 'পরে অতি উগ্র মিলিটারি বেশে
খটমটায়িত বুটে উদ্যত যে ভাবি আমি কে সে ?
দেখি এ যে তুমি।

৩

বেকার যুবক-পদে লপেটা-বেশিনি, ওগো সখি,
যে ব্যঙ্গ হাসিটি হাস মচমচি মুচকি মুচকি
রহিয়া রহিয়া

সে হাসি মধুরা হয়, হয় আরো মাদকতাময়ী
নাগরা-রূপেতে যবে মূর্ত হও তন্বী পদে, অয়ি,
মানস মোহিয়া।

৪

প্রাক্তনী ধরণে পুন কোন আর্য-চরণ নন্দিয়া
খড়মের কাষ্ঠস্বরে হাস্য তব উঠেছে ছন্দিয়া
ওগো সনাতনি,
খোট্টার চরণ তলে তৈলসিক্ত বিগলিত স্নেহে
করিতেছ হাস্যমুখে বহুনাল-কাঁটি-বিদ্ধ-দেহে
কি কৃচ্ছ্র সাধনই।

৫

স্প্রিংহীন, স্প্রিংদার, কিড্, ক্রোমে, সফিতা অফিতা
ক্যাম্বিস্ বা চর্মময় তব রূপ বর্ণিতে কবিতা
ছন্দ-হারা হয়
কভু পদে, কভু শিরে, কভু মর্মে মহিমা বিস্তারি
কখন কি ভাবে আছ জানি না তো, নয়ন বিস্ফারি
গাহি তব জয়।

৬

বিহ্বল বসিয়া থাকি অকস্মাৎ হই সচকিত
নয়ন-সম্মুখে জাগে এ কী তব মূর্তি জুতাতীত
অনন্ত অশেষ
দেখি তুচ্ছ জুতা নহ—উচ্চতর তব আবেদন
দেশে দেশে যুগে যুগে করিতেছ সংশয় ছেদন
নিত্য নব বেশ।

৭

সমালোচকের মর্মে মূর্ত তুমি প্রবন্ধের সাজে
তিক্ত তীব্র শ্লেষ-রসে নিষ্করুণ শব্দে গন্ধে ঝাঁজে
সুতীক্ষ্ণ ভাষণ
কখনো কামান বেশে রণক্ষেত্রে উঠিছ গর্জিয়া
সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্যে কভু যাও রাজত্ব বর্জিয়া
ত্যজি সিংহাসন।

৮

তোমার অগণ্য মূর্তি অসংখ্য তোমার পরিচয়
হিটলার মুসোলিনী নব-রূপে তুমিই কি নয়?
উদ্ধত উদ্দাম!
কি যে তব সত্য রূপ, নানা মূর্তি রয়েছে ধরিয়া,
হে বিনামা ছদ্মবেশী, কহ কহ কহ বিবরিয়া
কিবা তব নাম!

অজিতকৃষ্ণ বসু

চক্রায়ণ

বাঁধাকপি চায় ফুল হয়ে ফুটিবারে,
ফুলকপি চায় বাঁধনে পড়িতে বাঁধা।
গাধা চাহে হায় ঘোড়া হয়ে ছুটিবারে,
ঘোড়া চাহিতেছে হইতে ধোপার গাধা।
বড় ভাই চাহে আদুরে ছোটটি হতে,
ছোট ভাই কাঁদে "হলেম না কেন দাদা?"

সাদা মিশাইতে চাহিছে কালোর স্রোতে,
কালো মাঝে মাঝে হইতে চাহিছে সাদা।
কত ফল চাহে ফিরিয়া যাইতে ফুলে,
ফল হতে চেয়ে ফুলের তবুও কাঁদা।
অমুকের মন তমুক দোলায় দুলে
তমুকের মনে অমুক মন্ত্রে সাধা॥

সাপের মৃত্যু

একটি সাপের মৃত্যু
হল এক অমাবস্যা রাতে।
বক্ষে নিয়ে ব্যাঙের পিপাসা,
ব্যর্থ করে জীবনের আশা,
ভুলে গিয়ে সর্ব ঘৃণা, সর্ব ভালোবাসা
এপারের রাত্রি হতে চলে গেল ওপারের প্রাতে
কোন এক অমাবস্যা রাতে।
তখন অনেক ঘাসে জমে ছিল অনেক শিশির,
বাতাসের অন্ধকারে মিশে ছিল বহু শতাব্দীর
বহুতর মৃত্যু-ইতিহাসে,
নূতন সৃষ্টির লাগি পুরাতন সৃষ্টির বিনাশ ;
কোথাও বা দখিনের বাতায়নে
বসে বসে বিনিদ্র নয়নে
তরুণ প্রেমিক কিংবা তরুণী প্রেমিকা
নীরবে পড়িতেছিল প্রেমের লিপিকা
জ্বালায়ে বিজলী দীপখানি:
'তুমি মোর রাজা' কিংবা 'তুমি মোর রাণী'।

যাহাদের ছেলে, মেয়ে,
বাবা, মামা, পিসী, খুড়ো,
ছোট আর বুড়ো
এ সাপের পেটে গিয়ে লভেছিল চরম আশ্রয়
সে সব ব্যাঙেরা বুঝি কেহ জানিল না সে সময়
যে খেয়েছে তাহাদের ছেলে, মেয়ে, মামা, খুড়ো বাপ
এতদিন পরে আহা পটল তুলেছে সেই সাপ ॥

পরশুরাম

দ্বান্দ্বিক কবিতা

আমি চিনি গো চিনি তোমারে
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ হুটাকাকে তু লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওয়ান,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ, স্বর্ণচাপা,
সিল্কমসৃণ শ্যাময় লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শালী

নহ মাতা নহ পিসী নহ শিশু নহ নাবালিকা,
হে অনন্তযৌবন শ্যালিকা—
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়ে ভালে পর খয়েরের টিপ,
চাহিয়া তোমা'র পানে বুক মোর করে টিপ্ টিপ্
মনে হয়, কেন আমি হলাম না দিল্লী-বাদশাহ,
অথবা কুলীনপুত্র—গুষ্টিসুদ্ধ সারিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে।

ডানাকাটা পরীসম প্রস্ফুটিত যৌবনমালিকা
কবে তুমি উদিলে শ্যালিকা।
আদম বাবার যুগে ছিলে তুমি ইভ্-সহোদরা
তারপর যুগে যুগে যত বীর শাসিল এ ধরা
টুটেনখামেন মনু হাম্বুরাব্বি আরও কতশত
অ্যাটিলা চেঙ্গিজ খাঁন—মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত
তব নেত্রাহত
পড়েছিল পদপ্রান্তে দন্ত নিকাশিয়া
রভসে ভাসিয়া।

কোনকালে ছিলে কিগো পিলে-রোগা কাঁদুনে বালিকা,
হে সর্বদাহাসিনী শ্যালিকা?
পেঁটাবদ্ধ নাসারন্ধ্র নাকিসুরে ইঁ ইঁ শব্দ করি
কাঁদিতে কি একটানা প্রভাত হইতে বিভাবরী?

পিঁচুটি-লাঞ্ছিত চোখে ঝরিত কি নিত্য অশ্রুধারা ?
উত্ত্যক্তা জননী শেষে কেশ ধরি দিতেন কি নাড়া
ক্রোধে আত্মহারা,
খাদ্যদ্রব্য পাইলেই অতি অকুণ্ঠিতা
খাইতে লুণ্ঠিতা ?

যুগযুগান্তর হতে রহস্যের রসার্ঘ্য থালিকা,
হে অপূর্বশোভন শ্যালিকা।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি হেসে ওঠে খিক্‌খিক্‌ করি
তোমার সরস বাক্যে নিরঞ্জন মহিমা বিস্মরি ;
তোমার গায়ের গন্ধে নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহে ঘন
বেলেল্লা মাতালসম কবিকুল বিদারে গগন
মহীতে মগন।
মুচকি হাসিয়া যাও স্ফুরিত-ঈক্ষণা
বিলোলস্থক্কণা।

শ্বশুর-ভবনে যবে দেখা দাও হে বিদ্যুৎশিখা
দ্যুতিময়ী বিদুষী শ্যালিকা,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠে হৃদয়ের শতচ্ছিদ্র বাঁশী,
কদম্বকেশর সম মুণ্ডে ওঠে রোমাঞ্চ বিকাশি,
চাহিয়া তোমার পানে অচঞ্চল রহে আঁখি তারা,
ভায়রাভায়ের ভাগ্য ভাবি ভাবি চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা
শ্রবণ মর্দিয়া যাও রভসরঙ্গিণী
চটুলজজ্বিনী।

অভাগার কল্পলোকে মূর্তিমতী স্বর্গ-নাগরিকা
তুমি লীলা-ললিতা শ্যালিকা।

বঞ্চিতের লালাস্রোতে ধৌত তব তনুর তনিমা
লোভার্তের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা ;
হে ছলনাময়ি, তব উচ্ছল পিচ্ছল রসধারা
পথিকের পদতলে কদলীচর্মের চেয়ে বাড়া
কে রহিবে খাড়া।
নিখিল পুরুষবৃন্দ পড়ে অকস্মাৎ
হয়ে চিৎপাত।

এই শুন লুব্ধকবি তোমা লাগি রচিছে লালিকা
হে নিষ্ঠুরা বধিরা শ্যালিকা।
স্বর্ণযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর ?
বহুবিবাহের রীতি প্রচলিত হইবে আবার ?
সকল শ্যালিকাগুলি দাঁড়াইবে বরমাল্য হাতে
লাবণ্যশেফালিমায়া পরাইবে মালা একসাথে
আমার গলাতে !
ভায়রাভায়ের দলে লগুড়ের ঘায়ে
দিব কি খেদায়ে ?

মিলিবে না মিলিবে না ভেস্তে গেছে সে গৌরবটীকা
হে সুদুরদুর্লভা শ্যালিকা
তাই আজি ধরাতলে জামাইষষ্ঠীর মধুমাসে
চিরশ্যালী-বিরহের হাহুতাশ মিশে ভেসে আসে
পূর্ণিমানিশীথে যবে শত চাঁদ-বদনেতে হাসি
গৃহিণীর কলকণ্ঠ শ্রবণে বাজায় ভাঙা কাঁসি
ঝরে অশ্রুরাশি,
হতাশ হইয়া টানি গাঁজার কলিকা
হে মোর শ্যালিকা॥

কমলাকান্ত শর্মা

পুজার আনন্দ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এলো কাছে,
মধু বিধু দুই ভাই মাইক কিনিয়া তাই
আনন্দে বাঁধিল এক গাছে।
পাতার মাথার পরে হানিল বিষম জোরে
তেলে-পাকা কাবুলি লগুড়।
কোকিল থামালো কুহু কাক বলে উহু উহু
কেবা মোর হেন জুড়িদার।
শুনে গীত লারে লাপ্পা কুকুর হইল খাপ্পা
কণ্ঠে রব নাহি ফুটে তার।

* * *

কহিল পাড়ার লোক মাইকটা শান্ত হোক
এযে দেখি কানে লাগে তালা,
শুনিতে না পাই কথা, লাজে ভাগে নীরবতা
সর্বদাই প্রাণ ঝালাপালা।
মধু বিধু বলে দোঁহে জননীর সমারোহে
মাইক যে করেছে আহ্বান,
আহা কি মধুর ধ্বনি জননীর আগমনী
বাজাইছে মাইকের গান।
শঙ্খ কাঁদে উভরায় কোলে শিশু চমকায়
বৃদ্ধদের ওঠে নাভিশ্বাস
যোগীর ভাঙিল ধ্যান রোগীর ছাড়িল প্রাণ
গরু যত নাহি খায় ঘাস।

জলে মাছ খায় খাবি হাম্বারবে ডাকে গাভী
আকাশেতে লাগে ঘূর্ণীপাক,
কি মহাসঙ্গীত শব্দ দশদিক অষ্ট স্তব্ধ
লজ্জায় থামায় ঢাকী ঢাক।

* * *

হোথা লক্ষ্মী সরস্বতী মাইকে বিমর্ষ অতি
বলে মাগো চলো যাক ফেরা
টেঁকে হেথা কার সাধ্য সঙ্গীতের আদ্যশ্রাদ্ধ
দেখো মাগো করিতেছে এরা।
দেবী বলে কোনরূপে থাক সবে চুপে চুপে
দিনটা তিনটা বই নয়,
গণেশ নাড়িয়া শুঁড় কহে ভেঙে করি চুর
যদি তব অনুমতি হয়।

* * *

কেবল অসুর বেটা মাথায় বাঁধিয়া ফেটা
কহে আহা কি মধুর গান
মৃত্যুর যন্ত্রণা ভুলি হাসে সে যে প্রাণ খুলি
কহে আহা জুড়াইল প্রাণ।
হেন সুর কোথা ছিল কে বলো তারে আনিলো
কোথা সেই নব ভগীরথ ?
পেলে তারে নিয়ে যাই অসুরের স্বর্গে ভাই
চড়াইয়া রাসভের রথ।

* * *

কহিছে কমলাকান্ত শোনো সবে পথভ্রান্ত
মাইকেরে নিন্দিও না কভু

বীণাপাণি বীণা লয়ে যান্ না উধাও হ'য়ে,
অসুর সে মাইকের প্রভু।
মহিষ-অসুর বেটা নহে সেতো কেউ-কেটা
দেবী তারে দিতে নারে পট্‌কে।
মাইকে নিন্দিলে পরে বাঁচিবে কেমন করে
অকস্মাৎ দেবে ঘাড় মট্‌কে॥

কাকস্য পরিবেদনা

এম. এল. এ. কহিল উচ্চে এম. এল. সি-এরে
দেশব্যাপী এ সঙ্কটে তুমি আছ বেড়ে।
বহু সাধ্য-সাধনায় হলাম সদস্য,
কাল ছিল কত মান, আজিকে কাকস্য
পরিবেদনা হায় রে, কেহ নাহি মানে,
কোথা হ'তে দূরদৃষ্ট হেন বজ্র হানে!
জমিজমা বাঁধা দিয়ে বাঁধা দিয়ে গোরু
(আহা কি মুলতানি গাই ঠ্যাঙ সরু সরু)
ঘটি-বাটি বিক্রি ক'রে টাকা নিয়ে হাতে
দেশের উন্নতি লাগি সভাতে সভাতে
মাঠে ঘাটে যত্রতত্র করিয়া বক্তৃতা,
কত সত্য কত মিথ্যা কত মিষ্টি তিতা
বিতরিয়া জনগণে, নির্বাচন নদী
পার হ'য়ে নিরাপদে পঁহুছিনু যদি
বিধানসভার গৃহে, হেনকালে একি
বিনামেঘে বজ্রপাত অকস্মাৎ দেখি।

এখনো ঋণের চাপ তেমনি প্রবল
ঘটি-হীন হয়ে আমি ঘাটে খাই জল,
পাঁচ সাল বন্দোবস্তে ছিলাম নিশ্চিত,
এক সাল না যাইতে মধ্যপথে চিৎ!
সাজানো বাগান মোর অকালে শুকালো,
আশা কুহকিনী হায় কোথায় লুকালো।
তুমি দাদা বেশ আছ নাহি তব ভয়,
সিঁথির সিঁদুর সম রহিল অক্ষয়
সবেতন পদ তব। কি সৌভাগ্য তাহা
(কিঞ্চিৎ তেলের মূল্যে পেয়েছিলে যাহা),
বিধাতার কি বিধান বুঝিতে না পারি—
তুমি তো নিশ্চিত মনে মারিবে স্যালারি,
আর আমি ছিন্ন ভিন্ন শূন্য তূলা লেপ,
মৌলিক অধিকারে এ যে হস্তক্ষেপ।
গ্রামে যেতে ভয় হয় উত্তমর্ণগণ
এককালে একযোগে আরম্ভিবে রণ।
বাড়ি যেতে ভয় হয় পত্নী খরতর,
ভরসার মধ্যে এই তিনি নিরক্ষর;
আন্দোলিতে নারে তারে কাগজের ঢেউ
যদিও রয়েছে প্রতিবেশিনীর ফেউ।
কোথা যাই কে বলিবে ঘরে ও বাহিরে।
পদশূন্য এম. এল. এ-র আশ্রয় নাহিরে।
আশু কোন ব্যবস্থা যে শীঘ্র আবশ্যক
নতুবা হইতে পারে সেরিব্রাল শক।
এলে তুমি পরিষদে বিনা খরচায়
মন্ত্রী হব ভেবে আজ মরি যন্ত্রণায়।

বাড়া ভাতে ছাই মোর বাড়া ভাতে ছাই
আর তুমি পাবে টাকা শতেক আড়াই।
তারপর পাও যদি দৈনন্দিন ভাতা
বুঝিব জগতে তবে নাইকো বিধাতা ॥

অবধূত

স্বখাত সলিলে

ওরে ও খেয়ালী,
গহন বনে সাপের মাথায় কি দীপ জ্বালালি।
ওরে ও খেয়ালী ॥

আকাশ-জোড়া আঁস্তাকুড়ে—
বাঁধনু যে ঘর কোন সুদূরে
সাতসাগরের মন-মুকুরে স্বপন দেখালি।
ওরে ও খেয়ালী ॥

ওরে ও খেয়ালী।
জীবনবীমায় শেয়ার কেনায় মিলন ঘটালি।
জামাই পাতা আঁধার ফাঁদে
কৃষ্ণ চামার আকুল কাঁদে
লাইকা বুকে খোকা চাঁদে কি দুধ পিয়ালি।
ওরে ও খেয়ালী ॥

ওরে ও খেয়ালী।
কাঁপন ছাঁদের গোপন ব্যথায় কি সুর শোনালি।

ছায়াছবির শাড়ির আঁচল
বাটার চটি চোখের কাজল
দখিন মেরুর তুষার বাদল হৃদয় টুটালি॥
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
চটুল চোখের চাউনী ছোঁয়া কি ঘুম পাড়ালি।
ময়লা-ফেলা টিনের মাঝে
খোকার সলাজ কণ্ঠ বাজে
পঞ্চশীলের পচাই ঝাঁজে শিউলি ঝরালি।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
অণুর বুকে পরমাণুর নাচন নাচালি।
আধ্যাত্মিক জপছে মালা
গুপ্ত সাধন গুপ্ত সলা
হুইস্কী ধেনো বস্তীবালা মধুর মিতালি।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
খাল কেটে তুই আপন ঘরে কুমীর আনালি।
বেদেয় চেনে সাপের হাসি
ভেকের শোকে সাপে উদাসী
লেডিজ সীটে বসল খাসি বেহুঁশ হেঁয়ালী।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
মাইক মুখে সংস্কৃতির নিলাম ডাকালি।

হাই তুলছে বেড়াল ভিজে
চিনলি না তুই ঠসক কি যে
স্বখাত সলিলে ডুবালি নিজে চেরাগ ভাসালি।
ওরে ও খেয়ালী ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

কান্না হাসির কবির লড়াই

কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ ?
কোথায় পাবি মান ?
সকালবেলা সাড়ে নটায়
আপিস যাবার তাড়া
স্টেট-বাস ট্রাম ধরতে লোকে
ছুটছে পাগল পারা,
যানবাহনে মানছে না কেউ
ট্র্যাফিক অনুশাসন,
এমন যানের চাকার তলায়
পেতে চাস কি আসন ?
প্রাণ তা শুনে গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
"নহে নহে নহে।"

কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ ?
কোন্ দিকে তোর টান ?

স্বাধীন ভাবে ব্যবসা চালায়
স্বাধীন দেশের ছেলে
চালে কাঁকর, ডালে মাকড়,
ভেজাল ঘী-এ তেলে,
বাজার-ভরা বাসি পচা
তরকারি আর মাছ,
তাই খেয়ে কি হাড় জুড়ুতে
করিস মনে আঁচ?
প্রাণ তা শুনে করুণ হেসে
রহে নিরুত্তরে,
যাব যাব করে।

কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ?
কোথায় পাবি স্থান?
রাস্তাঘাটে আবর্জনা
রোগবীজাণু ভরা
মশা মাছি ধুলো ধোঁয়া
গন্ধে মাতোয়ারা,
খাবার জল ও ড্রেনের জলে
বন্ধু গলাগলি,
তাদের পায়ে আপনাকে কি
দিবি জলাঞ্জলি?
কথা শুনে এক পা দু'পা
এগিয়ে আসে প্রাণ
লোভে কম্পমান।

কার হাতে তুই মরিতে চাস্
ওরে আমার প্রাণ ?
কোন্‌খানে তোর স্থান ?
ইন্‌কাম-ট্যাক্স ইন্‌সিওরেন্স
বাজার খরচ মোটা,
গয়লা মুদি ওষুধ-বিষুধ
এটা, ওটা, সেটা।
ভাবনা ছেড়ে করোনারী
থ্রম্বোসিসের কোলে
এক নিমেষেই প্রেমাবেশে
পড়তে চাস কি ঢলে ?
কাছে এসে মধুর হেসে
বলে তখন প্রাণ,
"সেই দিকে মোর টান।"

পণ্ডিত সেনগুপ্ত

পণ্ডিত সেনগুপ্ত
বিদ্যালয়ের টুলের উপরে
একদা ছিলেন সুপ্ত।
ব্যাকরণ ব্যা করিছে হস্তে,
অর্কফলাটি ঝুলিছে মস্তে,
যতটা দীর্ঘে ততটা প্রস্থে
গাঁদাফুলে অবলুপ্ত।
কার অযতন-কম্পিত কাঁচি
মাথায় ঠেকিল ত্রস্তে ?

পণ্ডিতবর ঝটিতি জাগিল
নাসাগরজন পলকে ভাঙিল
মন্দমধুর মলয় লাগিল
টিকি-কর্তিত মস্তে।
বিষম চমকি হেরিলেন গুরু
যদু নন্দীর আস্য,
বামহাতে শোভে কাটা টিকি তার,
ডানহাতে কাঁচি অতি ক্ষুরধার,
নষ্টামি-ভরা ওষ্ঠে তাহার
দুষ্টামি-মাখা হাস্য।
চক্ষু করিয়া রক্তবর্ণ
কহিলেন গুরু ছাত্রে—
রে পাপাত্মা, রে দুষ্টাচার,
কেন কাটিলিরে টিকিটি আমার,
মারিয়া করিব পিঠ ছারখার
বেত্র মারিব গাত্রে।
মধুর ভাষ্যে কহিলা নন্দী—
ভো ব্যাকরণচঞ্চু,
হায় হায় তুমি ভীষণ ভ্রান্ত,
ক্রোধ-চণ্ডালে হও হে ক্ষান্ত,
আমি কাটি নাই ও টিকি-প্রান্ত,
কাটিয়াছে উহা পঞ্চু।
পঞ্চু তখনও হয় নি ফেরার
ভগ্ন জানালা ডিঙ্গি—
মারি মালকোচা চারিদিকে চায়,
পণ্ডিত হাঁকে, এইদিকে আয়

বেত মারি তোর 'ফোস্কাব' গায়ে
হাড়-হাবাতিয়া ধিঙ্গি !
দাঁড়ারে মূর্খ, পড়া জিজ্ঞাসি
করিতেছি তোরে জব্দ,
আরে রে পিতার অতি কুপুত্র,
ভাঙ রে ণত্ববিধান সূত্র
রূপ কর হা হা শব্দ।
পঞ্চু কহিল, হোঃ হোঃ হিহি
অহো তদ্ধিৎ প্রত্যয়,
মা বিষীদত দুঃখ মা কুরু
ব্রহ্মতালুতে হাত দাও গুরু
করিয়াছে টিকি গজাইতে সুরু
ও যে অক্ষয় অব্যয় ।।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঋষিবাক্য

বেলা দ্বিপ্রহরে
ছায়াচ্ছন্ন সনাতন বটের কোটরে
দেখিলাম বসে আছে স্থিতপ্রজ্ঞ সেই মহাপ্রাণী
জ্বলন্ত বর্তুল চোখে অবজ্ঞার অগ্নিবাণ হানি।
হৃদয় উঠিল ভরি' অনাহূত ভক্তির জোয়ারে
করজোড়ে কহিলাম তারে—
'চারিদিকে চাঁটি খেয়ে পড়ে আছি একান্ত অধম
যার খুশি দিয়ে যায় উত্তম-মধ্যম—

যদিচ পুরুষ আমি, নাহি কভু সরলা অবলা
তবু যেন ক্লাবের তবলা
আমারে বাজিয়ে যায় যহ্‌-মধু প্রাণের পুলকে
এর কোনো প্রতিকার নাহি কি ভূলোকে ?
কী করিব বলে দাও, হে মনস্বী, হে সর্বজ্ঞ প্যাঁচা।'
শুনিনু গম্ভীর রব : 'চ্যাঁচা—চ্যাঁচা—চ্যাঁচা।'

কহিলাম পুনরপি—'হে ধীমান, শাস্ত্র-পারংগম,
এ জগতে সকলেই দিয়েছে কি গঞ্জিকায় দম ?
মাথা সোজা করে হাঁটো—জনগণে দিয়ে এই বাণী
শূন্যে তুলে চরণ দু'খানি
ডিগবাজি-ছন্দে-চলা সেই সব গভীর নেতার
মস্তিষ্কে কী বস্তু থাকে, রহস্য জানো কি কিছু তার ?
বলো সে মগজ-তত্ত্ব, বলো মোরে হে প্রসিদ্ধ প্যাঁচা—'
ধ্বনিল প্রশান্ত স্বর : 'ছ্যাঁচা—ছ্যাঁচা—ছ্যাঁচা !'

শুধালাম প্লুতস্বরে—'এ ভাবেই কাটিবে কি কাল ?
দুঃখেরে জাবর গালে—হাড়িকাঠে ছাগলের হাল
আর তো সহে না দাদা—কোথা সেই কল্কি-অবতার
এ ছাগ-জনম হতে আমাদের করিতে উদ্ধার—
কি করিতে চান তিনি, বলো শুনি হে শাশ্বত প্যাঁচা—'

উদ্ঘোষিল দৈববাণী : 'ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা !'

জগদানন্দ বাজপেয়ী

খরগোসের আত্মকথা

আমি ভাই খরগোস,
সবার সঙ্গে সখ্য আমার, মানি না কাহারও পোষ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুক-আদি ধরে যারা নখ-দাঁত
সকলের সাথে মিতালি আমার সবার সনে আঁতাত।
তাহারা কিন্তু সবে
ভাবে মনে মনে প্রতি জনে জনে, শশ শুধু মোর রবে।
এমন হৃষ্ট পুষ্ট পেলব নধর যাহার দেহ
না জানি তাহার কোমল মাংস হবে কিবা উপাদেয়!
পেতে চায় সবে, কিন্তু তথাপি খেতে কেহ নাহি চায়
ভয় হয় পাছে আমারে লইয়া লড়াই বেধে বা যায়।
সিংহের সনে কথা কই যদি বাঘ চাপে এসে ঘাড়ে,
বাঘের সঙ্গে আলাপ করিলে সিংহ কেশর নাড়ে।
ভল্লুক ভাবে মনে
ওরা শুধু আছে এই বনে বুঝি আমি কি থাকি না বনে।
ভালুকেরে ভালবাসিতে দেখিলে সিংহ ব্যাঘ্র রোখে
কটমট করে চেয়ে রয় ওরা রোষ-কষায়িত চোখে।
আমারে লইয়া কেন এই লীলা কেন রোষ-সন্তোষ
খরগোস আমি সব ক্ষেতে চরি—মানি না কাহারও পোষ।

খরগোস আমি ভাই
নখী ও দন্তী জীবদের দ্বারে শান্তির গান গাই।

পুচ্ছ উঁচায়ে দন্ত খিঁচায়ে কহি চারি পায়ে নাচি,
আমরা শ্বাপদ চাহি না আপদ, শান্তিই মোরা যাচি,
নহে তা শান্তি, মনের ভ্রান্তি—শান্তির অপলাপ
কেবা তাহা চায় নাহি আর গায় সোঁদরবনের ছাপ।
কহিছে ভালুক, আমার তালুক তুষার মরুর দেশ
তাই মোর গায় লোম-কোট হায়, তাই মোর হেন বেশ।
সে দেশে বিরাজে যে মহাশান্তি কহিছে জাম্বুবান
খাঁটি নিরম্বু সেই সে শান্তি আর সব কিছু ভাণ।
সিংহ ব্যাঘ্র হাঁকে হুঙ্কার, ভল্লুক তাল ঠুকে,
শান্তি শান্তি পেলব কান্তি শান্তি সভয়ে ধুকে।
উদ্দাম কোলাহলে
আমার গানের শেষ রেশটুকু ডুবে যায় তার তলে।

আশা দেবী

দেবদাসী

হে প্রভু, প্রস্তুত দাসী। আদেশের প্রতীক্ষা কেবল—
কবরীতে মাল্যশোভা, যদিও তা প্লাসটিকস্ সম্ভব,
রঞ্জনী-রঞ্জিত ওষ্ঠ, রূপচূর্ণে গণ্ডের বৈভব
নিষ্ক্যারেট ছদ্মস্বর্ণ অকৃত্রিম আলোক-উজ্জ্বল।

অধিরাজ, এইবারে সিংহাসনে হও সমাসীন—
আয়ত ও নেত্রযুগ মনঃক্ষোভে বারুণী-মদির,
অবিশ্বাসী বয়স্যের বঞ্চনায় বিক্ষুব্ধ অধীর
আজিকে রেসের মাঠে—ভট্টারক, তুমি ভাগ্যহীন।

ফিরায়েছে দ্বার থেকে পিঙ্গলাক্ষী দ্বিগোত্রা উর্বশী—
আমার মন্দিরে তাই আবির্ভূত রাতুল চরণ ঃ
সালংকারা—সযৌতুকা লভেছিনু একদা শরণ
পিতৃকুল চরিতার্থ করেছিনু ও পদ পরশি'।

'রৈসিক' অভাগ্যে প্রভু, মোর ভাগ্য তুলেছ উথলি'
এবার আদেশ করো···আরম্ভিব নৃত্য কথাকলি ॥

ভাস্কর বসু

হৃদয়-প্যারডি

এ হৃদয় যেন এক পলতার পাইপ,
সকীট প্রবহমাণ মৃৎফল্গুধার,
ঔদার্যে বাহাত্তর ইঞ্চি নির্ভুল জরিপ ;
সহিষ্ণু, প্রাচীন, তবু বহু ছিদ্র তার।
এ হৃদয় যেন এক পৌরপ্রতিষ্ঠান,
বিচলিত দেহপুরে মৃগনাভি ব্যথা।
সাপ্তাহিক মিলনের সরব আহ্বান,
তথাপি হয় না বলা অভিপ্রেত কথা।

হৃদয় হলে না কেন জাহ্নবী-ইলিশ ?
ঘোলাজলে অবগাঢ় ঐতিহ্যবিলাস—
ভাগ্যবানে ঘ্রাণ পেত তবে অহর্নিশ,
ইতরজনের পথে ফেলে যেতে আঁশ !
হৃদয়, একান্ত কেন পাঁউরুটি হলে না ?
নিভৃতে প্রেমিকসঙ্গে হত দেখা-চেনা।

বৌদির ছোট বোন

১

বৌদির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চলবে ;
ষোড়শী-সপ্তদশী, ভর্তি হয়েছে সবে কলেজে
প্রথম প্রেমের ভাষা স্বপ্নের মত করে বলবে—
কিশোরীর মত ভীরু, ছেলেমানুষিও খুব চলে যে !
বৌদির ছোট বোন মোর দিবা-স্বপ্নের সবিতা,
ভাব-ব্যঞ্জনাময়ী মঞ্জু-ছন্দোময়ী কবিতা ;
কুমারী অনাঘ্রাতা, বিশ্বের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা,
নবনী-কোমল তনু, মুখের লাবণি অনবত্ত,
নব-যৌবন-বনে সে আমার মৌ-বন-প্রেষ্ঠা,
স্বপ্ন-সাগর মথি লক্ষ্মী এলেন যেন সদ্য !

২

বৌদির ছোট বোন আজিও অনাদৃতা কাব্যে,
শ্যালিকা ও পরকীয়া সেখানে জুড়িয়া আছে রাজ্য,
কবিরা দেয় নি ঠাঁই রসময় দৃশ্যে কি শ্রাব্যে,
তবুও সে রসময়ী, করে নি সে অনাদর গ্রাহ্য !
রূপে পুলকিত তনু, মহীয়সী লীলায়িত লাস্যে,
কখনো করুণাময়ী, কখনো কৃপণা ঔদাস্যে ;
মৌন মধুর হাসি, হাসিতে ঝরিছে সদা অর্থ ;
সে হাসি কখনো টানে, কখনে ঠেলিয়া ফেলে সুদূরে ;
সে যেন কাব্য এক, প্রতিটি শ্লোকের হয় দ্ব্যর্থ,
কভু প্রাঞ্জল কভু দুর্বোধ ছলনাই শুধু রে !

৩

বৌদির ছোট বোন আলাপ চালায় ভাব-বাচ্যে।
অল্পই কথা বলে, না বলে যা আভাসে তা পূর্ণ;
চারিদিকে লোকজন, (এ দিকেই সকলে তাকাচ্ছে।)
শঙ্কা হৃদয়ে জাগে কখন স্বপন হয় চূর্ণ!
প্রাণের কথাটি তাই বলিতে মরিতে হয় শরমে;
কেবল না-বলা বাণী জানা আছে মরমে ও মরমে;
আঁখির মুখর চাওয়া, নববধূসম কভু লজ্জা,
কখনো ব্যগ্র ভাব, কখনো অল্পেতেই ক্ষুব্ধ;
কভু আগোছালো বেশ, কখনো বর্ম-সম সজ্জা;
পরশে শিহর কভু, কভু সে স্বপনে করে লুব্ধ।

৪

বৌদির ছোট বোন, নামহীন মধু সম্বন্ধ,
নহে নিকটের বধূ, নহে সুদূরের অভিসারিণী;
সে যেন বাতাসে ভাসা হাস্নুহানার মৃদু গন্ধ;
ধরা ছোঁয়া যায় নাকো, অথচ সুরভি মনোহারিণী।
কখনো কাজের ছলে দেখা দিয়ে যায় দূরে সরিয়া,
কখনো ছলনা করে বিনা ডোরে কাছে রাখে ধরিয়া;
আশে-পাশে আছে তবু ধরা নাহি যায় কভু বক্ষে,
কখনো চিনিতে পারি, কখনো পারি না তারে চিনতে,
নেপথ্যে আনাগোনা, যোগাযোগ লঘু প্রীতি-সখ্যে;
মগ্নচেতন-লোকে ফুটে আছে সুকুমার বৃন্তে।

৫

বৌদির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চলতো,
স্বপ্ন সফল হতো, প্রিয়া হতো,—ছিল সম্ভাবনা,

'হতো যা হয় না কেন।'—দাবী আর আছে বাহুবল তো ;

তবে আর কেন তারে একান্ত বধূ করে পাব না ?

স্বপ্ন ও শিহরণ, আশা আর দুরাশার দ্বন্দ্বে

নিবেদন করিলাম সব কথা প্রণয়-প্রবন্ধে ;

ছিঁড়িল স্বপ্নজাল, হেরিনু চক্ষু দুটি রগড়ে,

প্রকাশ্যে দিবালোকে জ্যো'স্না মোটেই শোভা পায় না ;

কহিল লজ্জানতা,—'নিবেদিতা হয়ে আছি অগ্রে···

···আপনাকে ভালো লাগে,···ভালবাসা দুজনকে যায় না।'

মনোজ ভট্টাচার্য

ঘুঘু ও ফাঁদ

আমি ঘুঘু আর তুমি যেন ফাঁদ
তাই—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার
তোমাতেই ধরা পড়িয়াছি বারে বার।
কখনো পরেছ কুরুবক কালো কেশে
মালতীর মালা দুলায়েছ তব গলে
কখনো রঙেতে রাঙিয়েছ ঠোঁট হেসে
সুর্মা টেনেছ কাজল আঁখির কোলে।
কত রূপে কত মতে
মোরে ছলিয়াছ কত পথে—
শ্রান্ত দেহেতে শান্তি দাওনি
ভুলিয়েছ আলেয়াতে ;
আর ভোলা নয়—ভেবেছি অনেকবার।
তবু এই জনমেতে—এই যুগে—এই বার—
সব জেনে শুনে
তোমাতেই ধরা পড়িয়াছ আর বার।

ভুবনমোহিনী দেবী

বাঙালীর ছেলে

কে যায় কে যায় অই আশে-পাশে হেলে ?
হাফ্ মোজা জুতা পায়, আঙটি আঙুলে,
চারু অঙ্গে চীনে কোট্ চলে দুলে দুলে।

পমেটমে পাটিকরা সিঁথি-কাটা চুল,
পিচের ইষ্টিক হাতে, বুকে-বেঁধা ফুল,
চিকন চুনট করা কোঁচা চমৎকার,
কালো পেড়ে শান্তিপুরে, কল্কে চুড়িদার,
মূর্তিমান ফুর্তিখানি দেমাকে পা ফেলে
হায় হায় ওই যায় বাঙালীর ছেলে।

মুখের দাপটে দড় আমোদে অজ্ঞান,
বকুনিতে বহে ঝড়, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—দাবা—-তাস—পাশা,
রুমালে থুবিয়া থুঁতি খুকখুক কাসা !
সন্ধ্যা হলে পাড়া জুড়ে খুঁজে মেলা ভার,
মেয়েদের কুচ্ছ করা পেশা তবু তার,
কথায় আকাশে তোলে, হাঁতে দেয় চাঁদ,
ধরিলে কবির কাচ করে নিন্দাবাদ,

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
মেয়েদের সঙ্গে শুধু দ্বন্দ্ব অহর্নিশ,
খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় ফেলে,—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে,
ছন্দে বন্দে মূর্তিমান্ 'কাঁসি ঠঙ্ ঠঙ্'
পেটের ভিতরে গজে মাইকেলি ঢং
চর্ব্য চোষ্য কাব্যরসে বাংলা গেল ছেয়ে,
হদ্দ বাহাদুরি পদ্য 'বাঙালীর মেয়ে'!
শাস্ত্রজ্ঞানে বররুচি, গ্যালিলো সমান,
শুভঙ্করের নাম শুনলে তাই মূর্ছা যান;
পাকা ছাঁদে কাঁচা ভাব এ বড় বিষাদ,
চৌদ্দ গুন্তে হাঁপিয়ে যান, পদ্য লিখতে সাধ।
পোড়ার মুখে পায়েস পিঠে আর মিঠে লাগে না,—
চপ কারি চাই, চাচার ঘরে বাছা রয়েছে কেনা।
জোলো মদে পুষ্ট দেহ চটেন জলে তেলে
হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।
সুমুখে টেবিল শোভে হংসপুচ্ছ হাতে,
মাছি মেরে কাপি করে বাহাদুরি তাতে,
যখন বক্তার বেশ, চোখে দিয়া ঠুলি,
গলা চিরে ঝাড়ে তোতা বিদেশীর বুলি।
মাথামুণ্ডু মুর্গী মটন, বিলক্ষণ টান,
কালিয়ে কাবাব পেলে দেমাকে অজ্ঞান।

বুক ফোলাতে, চেন ঝোলাতে চূড়ান্ত নিপুণ,
'চিয়ার' 'হিয়ার' গোলে চতুর্মুখ খুন,
গরম দিনে জামা জোড়া জবড়জং হয়ে,
ঠাণ্ডা রেতে হাওয়া খাওয়া বাগান-বাড়ী পেয়ে।
চক্ষু মুদে চোরা যেন ব্রেহ্ম সভায় গেলে।
ঘুঙুর পায়ে ঝুমুর নাচে মদের বোতল পেলে,—
সাবাস সাবাস তোরে বাঙালীর ছেলে।

ইষ্টি-ভক্তি মিষ্টিরিতে, নবেলে বিহ্বল,
হেটেলেতে খেতে পেলে সপ্তস্বর্গ ফল।
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্বে গলা ভাঙেন আগে,
থিয়েটারে সাজের ঘরে ঘোরেন অনুরাগে,
দিনের বেলায় ভূত মানেন না, অন্ধকার হলে
বাইরে যেতে তাইতে ডাকেন 'গিন্নি কোথা' বলে।
দরবারে দাঁড়াতে পেলে আটখানা হন বাবু,
মেগের কাছে পেগের বড়াই সাহেব দেখলে কাবু,
উইলসেন, কেশবসেন, নেয়ে পরকালে—
হায় হায় ঐ যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
দোষের মক্ষিকা যেন সবটুকু ছেড়ে
ক্ষতটুকু খুঁজে ন্যান আগে গিয়ে তেড়ে,
"র‍্যাফেল" যথা ছবিগুলি ঘরে দোরে আঁটা
কার গুণে তা ভাবেন না কো মেয়েদের খোঁটা,
খেলায় বীরত্ব যত চোটের চাপড়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি যেন ডাকাত পড়ে।

আয়েসে দেমাক তার তামাক অম্বুরি,
একসা নম্বর এক, সাম্পেন শেরি,
কার জন্যে হাঁড়ি কালো করবে রেঁধে বলো ?
জুতা টুপি অঙ্গে ওঠে তা' নয় কি ভালো ?
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুখের সাপট,
চৌদ্দতে মিলে না তবু পদ্যের দাপট,
বাঙালী বাবুর জোড়া কোথা গেলে মেলে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
অধরে মধুর হাসি, বাঁশরী বাজায়,
থাকে থাকে নিধুগান ঝিঁঝিটেতে গায়
ছাঁচি মুখে কচি দাড়ি, গোঁফের বাহার,
দেখুক যে আঁখি ধরে বঙ্গের মাঝার।
রাত জেগে বসা-বসা রক্তিম নয়ন,
মোটা মোটা জোড়া ভুরু তাহে সুশোভন।
যায় যায়, ফিরে চায়, কি ভাবে কি ভাবে,
বিষণ্ণ প্রসন্ন মুখ অন্নের অভাবে,
কাব্যে তবু নব্য বাবু রসে আই-ঢাই
হায় রে, মেয়ের লাজ পুরুষের নাই।
চক্ষু যদি থাকে, তবে দেখো চক্ষু মেলে—
'বাঙালীর মেয়ে' আর 'বাঙালীর ছেলে'।

[বিলম্বে সংগৃহীত হওয়ায় ভুবনমোহিনী দেবীর কবিতা এইস্থানে সন্নিবেশিত হইল]